ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 October, 2019 ■ আগরতলা, ৪ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ১৫ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুধবার সন্ধ্যায় আগরতলায় একটি ক্লাবের পূজা প্যান্ডেলের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

যান সন্ত্রাসের বলি যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ অক্টোবর।। যান সন্ত্রাসের বলি এক ভিন রাজ্যের যুবক। বিশ্রামগঞ্জের হীরাপুরে সিমেন্ট বোঝাই টিআর ০১ এএস -১৬২৩ নম্বরের একটি ফোর জিরো সেভেন গাড়ি ছড়ার জলে পরে এক মাঝ বয়সি যুবকের মৃত্যু হয়। তার নাম ছোট্টো মিস্ত্রী। বয়স বাইশ বছর।বাড়ি বিহার রাজ্যে।

ত্রিপুরাতে কাজ করে বলে জানা গেছে।ঘটনা বুধবার বিকাল চার ঘটিকায়।বিশ্রামগঞ্জ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ বস্তা সিমেন্ট নিয়ে হীরাপুর যাওয়ার পথে রাস্তা খারাপ হওয়ায় গাড়ি ছরার জলে পরে উল্টে যায়।ঘটনাস্থলে যুবকের মৃত্যু হয়।এলাকার মানুষ প্রথমে ফায়ার সার্ভিস দপ্তরে খবর দেয়।কর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে মৃত ব্যাক্তিটিকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে জানায়।মৃত যুবকটি হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

কেন্দ্রের কঠোর অবস্থান আজ মিজোরামে ফিরতে পারেন কিছু ব্রু শরণার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে জোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার হেজাছড়া রিয়াং শরণার্থী শিবির থেকে প্রায় ৬০ পরিবার মিজোরামে ফিরে যাবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মিজোরাম সরকার তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িও পাঠিয়েছে। তাঁদের মিজোরামের লুংলেই জেলায় বসবাসের ব্যবস্থা করেছে ওই রাজ্যের সরকার।

১ অক্টোবর থেকেই ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ইতিপূর্বে একাধিকবার ওইসব রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবার কোনও এক অজ্ঞাত কারণে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছে। কিন্তু এবার কেন্দ্রীয় সরকার রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে ফিরে যেতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

তা সত্ত্বেও ওই প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া আদৌ সফল হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, ব্রু শরণার্থী নেতারা মিজোরামে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, মিজোরামে তাদের বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করছে না সরকার, ওই অভিযোগ তুলেছেন ব্রু নেতারা।

তবে, আগামীকাল রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে শরণার্থীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য মিজোরাম সরকার গাড়িও পাঠিয়েছে। বুধবার রাতে হেজাছড়ায় শরণার্থী শিবিরে মাইকিং করে মিজোরামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক বলেন, রিয়াং শরণার্থীদের জন্য সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের মিজোরামে ফিরে যেতে হবেই। তিনি দাবি করেন, আগামীকাল অন্তত ৬০ পরিবার মিজোরামে ফিরে যাবেন। তাঁরা তাঁদের জন্মভিটেতে ফিরে যাচ্ছেন। মিজোরামের লুংলেই জেলার গ্রাম থেকেই একদিন ভিটে মাটি ছেড়ে ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা।

মরনোত্তর মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার পেলেন চিত্তরঞ্জন দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর ।। মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এবছর প্রথমবারে মতো মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার ২০১৯ সম্মাননা দেওয়া হয় হরিজন দরদি সমাজসেবী প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দেবকে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দেবের সহধর্মীনি চিত্রা দেবের হাতে সম্মাননা হিসেবে মানপত্র, মহাত্মা গান্ধীজির প্রতিমূর্তি ও ২০ হাজার টাকা তুলে দেন।

এই সম্মাননা গ্রহণ করে চিত্রা দেব বলেন, এমন একটি দিন আসবে আমি কোনদিন ভাবিনি। আজ তিনি নেই। গান্ধীজির আদর্শে সারাজীবন তিনি কাজ করে গেছেন। ত্রিপুরা সরকার আজ তাঁর কাজের মূল্যায়ন করে যে সম্মান দিয়েছে তাতে আমি ত্রিপুরা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি ক'ত'তা জানাই। এই অভাবনীয় সম্মানে আমি গর্বিত।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রয়াত চিত্তর'ন দেব ১৯৩১ এর ৮ ফেবয়ারি তৎকালীন রাজন্য শাসিত রাজধানী আগরতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই প্রয়াত দেব গান্ধীজির ভাবধারার প্রতি আক'ষ্ট হন। ১৯৪৬ সালের ৭ নভেম্বর ত্রিপুরার তৎকালীন তরুণ নেত'ত্ব ও পরবর্তীকালে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শচীন্দ্রলাল সিংহের উদ্যোগে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করার বিরল সৌভাগ্য হয় তাঁর।

ঐ ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার প্রয়াত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্গোৎসবের আগেই রেলের জোড়া উপহার আজ থেকে জুড়ছে সাব্রুম, ছুটবে ডেমু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। দুর্গোৎসবের আগেই ডাবল উপহার পেতে চলেছে ত্রিপুরা। একদিকে সাব্রুম ভারতের রেল মানচিত্রের সাথে জুড়তে চলেছে, অপরদিকে, ডেমু ট্রেন পরিষেবাও আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পঞ্চমীর সকালে রেলের তরফে প্রাপ্ত জোড়া উপহারের সূচনা করবেন।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় আগরতলা-সাব্রুম এবং আগরতলা-ধর্মনগর ডেমু ট্রেনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আগরতলা স্টেশনে সবুজ পতাকা নেড়ে ওই দুই ট্রেনের সূচনা করবেন। এর সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে। রাজ্যবাসী পাবেন ডেমু ট্রেন পরিষেবা। সাথে ত্রিপুরার শেষ প্রান্ত সাব্রুমও ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত দূরত্ব আড়াই ঘণ্টায় অতিক্রম করবে ডেমু ট্রেন। তেমনি আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে ডেমু ট্রেনে সময় লাগবে সোয়া তিন ঘণ্টা।

এদিকে, ধর্মনগর থেকে সাব্রুমে প্রতিদিন ১ জোড়া এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম প্রতিদিন তিন জোড়া ডেমু ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এ-ক্ষেত্রে যাত্রী সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে সূচি বদল এবং ট্রেনের সংখ্যা কমানো হতে পারে সাব্রুম লাইনে। রেলওয়ে আধিকারিকের কথায়, প্রতি ট্রেনে দুটি রেক এবং দশটি বগি থাকবে।

আমবাসায় বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর ।। শারদীয়া দূর্গাৎসবের প্রাক মূহুর্তে আবারও বড়সড় সাফল্য পেলো আমবাসা থানার পুলিশ। বুধবার সকালে রুটিন চেকিং এর সময় আমবাসা থেকে কমলপুর মহকুমাধীন শান্তিরবাজারে যাওয়ার পথে লালছড়ি এলাকায় ম্যাক্সি ট্রাক থেকে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন ব্রান্ডের বিলিত মদ আটক করা হয়। একই সঙ্গে গাড়ি চালক অসিত রঞ্জন পাল এবং সুমিত দাস নামে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বাড়ি সালেমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গাপূজা প্যাণ্ডেল উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলার বেশ কয়েকটি সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্যাণ্ডেল পরিদর্শন ও উদ্বোধন করেন। পূজা প্যাণ্ডেল পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন সহধর্মিণী নিতি দেব। পূজা প্যাণ্ডেল পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং রাজ্যবাসীর প্রতি শারদীয়া শুভেচ্ছা জানান। পূজার দিনগুলি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কাটে তার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। পূজা পরিক্রমাকালে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি বলেন, রাজ্যের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সরকার ভ্রষ্টাচারমুক্ত রাজ্য গড়ার দিশাতে কাজ করে চলছে। রাজ্যে এখন স্বরোজগারী যেমন তৈরী হচ্ছে ঠিক তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারীও তৈরী হচ্ছে। তিনি বলেন, আগামী দিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্ধ্রপ্রদেশে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু রঞ্জিন ত্রিপুরার

নিজসস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ অক্টোবর ।। পেটের তাগিদে বহির্রাজ্য ব্যাঙ্গালুরে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জিত ত্রিপুরা (৪০)। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন বালিছড়া এডিসি ভিলেজের ৩নং ওয়ার্ডের পুষ্প পাড়ার বাসিন্দা সঞ্জিত ত্রিপুরা। পিতা মৃত কামিনিশা ত্রিপুরা। পেটের তাগিদে কাজের জন্য ২৭ শে সেপ্টেম্বর বিকেলবেলা বহির্রাজ্য ব্যাঙ্গালোরে উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। কিন্তু ট্রেন যুগে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার আগে, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অসাবধানতাবশত ট্রেন থেকে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের পালাসা রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ একটি ইউডি ১৬৬/১৯, ইউএস-১৭৪ সিআরপিসি নম্বরে মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তারপর মঙ্গলবার রাতে চুরাইবাড়ি থানার সাথে যোগাযোগ করে, অন্ধ্রপ্রদেশের পালাসা রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ। চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস সঞ্জিতত্রিপুরার স্ত্রী ও আত্মীয়পরিজনকে খবর দিলে উনারা চুরাইবাড়ি থানায় এসে মৃত ব্যক্তির ছবি দেখে শনাক্ত করতে পারেন যে সেই সঞ্জিত ত্রিপুরা। থানা চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন সঞ্জিত ত্রিপুরার স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনরা।

বন্ধ হতে পারে রাজ্যের লাইফ লাইন বেহাল অবস্থা নিরসনে নেই উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ অক্টোবর।। মরণ ফাঁদে পরিণত ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক।যেকোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে রাজ্যের লাইফ লাইন অর্থাৎ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক।সংঘটিত হতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,রাজ্যের লাইফ লাইন অর্থাৎ ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর দীর্ঘ দুই বছর যাবত একটি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে।আর সেই সেতু নির্মাণ করার ফলে বিকল্প একটি ছোট স্টিলের সেতু নির্মাণ করা হয়েছে যাতে করে সাময়িকভাবে পন্যবাহী লড়ি ও যাত্রীবাহী বাস চলাচল করতে পারে। আর এই সেতুটি রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবারি থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে অবস্থিত শনিছড়া এলাকায়।

যদিও বিকল্প এই স্টিলের সেতুটির ক্যাপাসিটি রয়েছে মাত্র ১৫ টন। কিন্তু এই সেতু দিয়ে ৪০ থেকে ৫০ টন ওজনের পণ্যবাহী লড়ি যাতায়াত করছে।তাতে দুর্ঘটনার প্রবল সম্ভাবনাতো রয়েছেই,রয়েছে লাইফ লাইন বন্ধের আশঙ্কা।কিন্তু দীর্ঘ দুই বছর যাবত এই সেতুটি নির্মাণের কাজে নির্মাণ সংস্থার চরম ডিলেমি রয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।স্থানীয়দের আরো অভিযোগ,কবে নাগাদ এই সেতুটি নির্মাণ হবে তা নিয়েও আশঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয় জনগণ।শনিছড়া সংলগ্ন জাতীয় সড়কের উপর পাকা সেতু নির্মাণের বরাদ পায় রাজধানীর এম এস শেখর পোদ্দার কনস্ট্রাকশন।২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরু হয় এই সেতুটি নির্মাণ কাজ।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আজ অবধি সেতুটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাড়ম্বরে পালিত গান্ধীজির জন্মসার্ধশতবর্ষ প্রভাতফেরিতে পা মেলালেন আবালবৃদ্ধবনিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠান। এদিন মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে এক প্রভাতফেরি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে।

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রভাতফেরিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব এন ডার্লং, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক তপন কুমার দাস, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, নেহরু যুব কেন্দ্রের অধিকর্তা-সহ রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধি, নেহরু যুব কেন্দ্রের প্রতিনিধি, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ অংশ নেন। প্রভাতফেরী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সম্মুখভাগ থেকে শুরু হয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ-জেকশন গেট-কামান চৌমুহনি-হরিগঙ্গা বসাক রোড-পোস্ট অফিস চৌমুহনি-আবএমএস চৌমুহনি-ওরিয়েন্ট চৌমুহনি হয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এসে সমাপ্ত হয়। প্রভাতফেরিতে গান্ধীজির জীবনধারা নিয়ে সুসজ্জিত ট্যাবলোও ছিল। প্রভাতফেরি থেকে স্বচ্ছতা ও প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রভাতফেরির পর অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যভিত্তিক মেগা শ্রমদান অনুষ্ঠান। ওরিয়েন্ট চৌমুহনি থেকে জেকসন গেট পর্যন্ত শিশুউদ্যান বিপণি বিতানের সম্মুখভাগে অনুষ্ঠিত মেগা শ্রমদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা এবং রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকগণ অংশ নেন। মেগা শ্রমদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জানান, স্বচ্ছ ভারত ও স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সমাজের যে যেখানে আছেন তাঁদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। এটা শুধুমাত্র সরকার বা একটি পরিবারকেন্দ্রিক হলে চলবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাছাড়া আজ সচিবালয়ে স্বচ্ছতা এবং শ্রমদান অভিযান করা হয়। সেই অভিযানে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, সচিব এন ডার্লং, সচিব রামেশ্বর দাস, সচিব তুষারকান্তি চাকমা, যুগ্মসচিব সমিত রায়চৌধুরী-সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখা করতে গিয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক দৈনন্দিন জীবনে স্বচ্ছতার গুরুত্ব, প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সারা রাজ্যেও আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উদযাপিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে শ্রমদান, স্বচ্ছতা অভিযান এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পানিসাগর টাউন হল-এ উত্তর জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। করবুকেও বিভিন্ন অনুষ্ঠনের মাধ্যমে গান্ধী জয়ন্তী পালিত হয়। সিপাহিজলা মালটিপারপাস হলে আয়োজিত গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। কল্যাণপুর ব্লকেও স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক পিনাকী দাসচৌধুরী।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ২ ◻ ৩ অক্টোবর
২০১৯ইং ◻ ১৫ আশ্বিন ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অসুর বিনাশ

শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা হইয়া গিয়াছে। পিতৃপক্ষের অবসানে শুরু হইয়া গিয়াছে দেবীপক্ষ। মহালয়ার পূণ্য লগ্নে মাতৃপক্ষের সূচনার মধ্য দিয়া দুর্গোৎসবের যেন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। চতুর্থীর সন্ধ্যাতেই রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন প্যান্ডালের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এবারের দুর্গোৎসবে সেই প্রাণের টান যেন আগের মতো লক্ষ্য করা যাইতেছে না। বাজারে জিনিষপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে ব্যাতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে তেমন উপচে পড়া ভীড় তো দেখা যায় না। এই পরিস্থিতিতে পুজার আনন্দ উল্লাস ত্রিপুরা রাজ্যে কি অনুপস্থিত থাকিবে? পুজায় চাঁদার জুলুম এত চেষ্টার পরও বন্ধ করা গেল না। গত বেশ কয়েকবছর যাবৎ চাঁদার জুলুম অনেক খানিই কমিয়া আসিয়াছে। ক্লাবে ক্লাবে যেসব অসুর, সমাজ বিরোধীরা আশ্রিত ছিল তাহারা এখন অনেকটাই জনবিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন ক্লাব এখন জনহিতকর সামাজিক কর্মসূচী হাতে নিয়াছে। এইসব সাধু প্রয়াসের প্রভাব সমাজ জীবনেও দেখা দিয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও ক্লাব জনহিতকর কাজের আড়ালে অন্য বাণিজ্য জড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন ঠিকাদারি কাজ ও সরকারী কাজ বন্টনের ক্ষেত্রে এইসব ক্লাব কর্তারা মোটা পার্সেন্টিস আদায় করিয়া নেন। এই সব ঘটনা রাজ্য প্রশাসনের নজরেও আছে। কিন্তু, এই কুকীর্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হিম্মত রাজ্য প্রশাসনের আছে মনে হয় না। রাজ্যে অপরাধ জগতের মধ্যমণিরা তো এখনও চিহ্নিত হইতেছে না। যত দিন মাফিয়া চোরাকারবারীদের হাত বিভিন্ন ক্লাবে প্রসারিত হইবে ততদিন পুজার পবিত্রতার হানি ঘটিবে। আমরা বিশ্বাস করি, দুর্গাপুজার মূল আবেদনই হইতেছে অসুর শক্তির বিনাশ। আমাদের সমাজে, দেশে যেসব অসুর এখন উন্মত্ত আচরণ করিতেছে, সমাজকে বিষাইয়া তুলিতেছে, চোরাকারবারী চালাইয়া নানা অপরাধ সংঘটিত করিতেছে তাহাদের নির্মূল করাই হউক মাতৃ আরাধনার লক্ষ্য। আজ যুব শক্তির সমানে দুর্যোগের ঘনঘটা। বিভিন্ন নেশার গ্রাসে তাহারা তলাইয়া যাইতেছে। তাই, দুর্গোৎসব তখনই প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারে যদি অসুর শক্তির বিনাশের লক্ষ্যে জাগ্রত ভক্তিপ্রাণ মানুষরা সেই আরাধনায় ব্রতী হইতে পারেন।

পুজোর সময় খুলছে না টালা ব্রিজ : মমতা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স): পুজোর সময় খুলছে না টালা ব্রিজ বলে মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'টালা ব্রিজে যে কাজ চলছে, তার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সুবিধা অসুবিধা মেনে নিয়েই সাধারণ মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে এই কাজ জরুরি।'

তিনি বলেন, 'রেল আমাদের কথা শোনে না। ওদের অনেক দিন আগেই আমরা একাধিক রেল ব্রিজ নিয়ে জানিয়েছিলাম। যেখানে টালা ব্রিজ ছিল। কিন্তু, আমাদের কথা গুরুত্ব দেয়নি রেল। আমি চাই এই বিষয়ে রেল আর রাজ্য একটা মৌ স্বাক্ষর করুক, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই ব্রিজগুলোর মনিটর করা যায়।'

মঙ্গলবার নবান্নে পূর্ত দফতর, পরিবহন দফতর, পুলিশ, কলকাতা পুরসভার অফিসার এবং রাইটস্-এর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টালা ব্রিজ বন্ধ রাখায় সাধারণ মানুষের যে বিপুল দুর্ভোগ নিয়ে সেখানে আলোচনা করেন তিনি। ওই বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মাঝেরহাট সেতু পুরোপুরি খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। জানান, আগামী বৃহস্পতিবার বিশেষজ্ঞ দল টালা ব্রিজ পরিদর্শন করবেন। তারপর বেসরকারি সংস্থা রাইটস্-এর দেওয়া রিপোর্ট নিয়ে আগামী ১২ তারিখ ফের বৈঠক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতানত নিয়েই টালা সেতুর ভবিষ্যত ঠিক করা হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই মুহূর্তে টালা ব্রিজে ছোট গাড়ি চললেও, বাস বা অন্য বড় গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। টালা ব্রিজে ৩ টন পর্যন্ত গাড়ি চলাচল করবে আপাতত। তিন তারিখে এক জন বিশেষজ্ঞ আসছেন। তাঁর মতামত নিয়ে, এই বিষয়ে ফের ১২ তারিখ বৈঠক করা হবে'।

মুর্শিদাবাদে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি-সহ গ্রেফতার মহিলা

ফরাক্কা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি-সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ ফরাক্কায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ফরাক্কা থানার পুলিশ ও স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ফুরকান বিবি (৩৬) নামের এই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় এই বিপুল অস্ত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, ফুরকান বিবির কাছ থেকে ৫টি ৯ এমএম পিস্তল, ৪টি দেশি পিস্তল ও ১৫টি গুলির প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে। সেই প্যাকেটে ১৫০ রাউন্ড ৮ এমএম কার্তুজ, ৩২টি ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ, ২৫টি ৯ এমএম কার্তুজ, ১টি ০.০৩০ এমএম কার্তুজ, দুটি ম্যাগাজিন ও একটি ফোন পাওয়া গিয়েছে। হাবিবুর ও ফুরকান দু'জনেই এই অস্ত্র পাচারের কাজ করতেন। এই খবর পেয়ে হাবিবুর শেখের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকে ৯টি পিস্তল ও ২১৩ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই বাড়ি ছেড়ে পালান হাবিবুর। তাঁর স্ত্রী ফুরকান বিবিও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। পুলিশ জানতে পারে, যাওয়ার সময় অনেক অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছেন ফুরকান। তারপরেই ফরাক্কায় জাতীয় সড়কের উপর থেকে ফুরকানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আপাতত পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন ফুরকান। তাঁকে আদালতে তোলা হবে। হাবিবুরের খোঁজ করছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত কিনা তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

জনস্রোতে ভেসে গেল নেতাজী ইন্ডোর

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : এনআরসি নিয়ে এদিন বিজেপি-র আলোচনা শুরু হওয়ার কথা ছিল বেলা একটায়। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সরকারিভাবে আসার কথা ছিল বেলা আড়াইটায়। কিন্তু দুটো-র আগেই জনস্রোতে ভেসে গেল স্টেডিয়াম-সংলগ্ন রাস্তা। ভিড় ঠেকাতে তার বন্ধ করে দেওয়া হয় স্টেডিয়ামের প্রতিটি ফটক। স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তায় বন্ধ করে দেওয়া হয় হাওড়ামুখী বাস। ফুটপাথে থিকথিক করছে লোক। ছাপানো আমন্ত্রণপত্র থাকা সত্বেও স্টেডিয়ামে ঢুকতে না পেরে ক্ষুব্ধ অনেকেই। প্রেস গ্যালারিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। জাতীয় নাগরিকপঞ্জী এবং নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে তৃণমূল এবং বামেরা প্রচারে নেমে পড়েছে অনেক আগেই। সে তুলনায় বিজেপি বা তার সহায়ক দলগুলো অনেক পিছিয়ে। এ রকম অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে অমিত শাহর উপস্থিতি যেন এক দমকায় সব পিছিয়ে থাকার ঘাটতি পূরণ করে দিল।

এদিন এনআরসি নিয়ে কেন, কীভাবে রাজ্যের শাসকদল বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তার বিশদ ব্যাখ্যা করলেন উদ্বাস্তু সেলের আহ্বায়ক ডঃ মোহিত রায়, সাংসদ তথা মহিলা মোর্চার নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। বলেন মুকুল রায়, রাহুল সিনহার মত শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, বিধানসভায় বিজেপি-র পরিষদীয় নেতা মনোজ টিগ্গা, তৃণমূল থেকে আসা বিধায়ক দুলাল বর প্রমুখ। মঞ্চে তখন শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ মেনন, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, দিলীপ ঘোষ, দেবশ্রী চৌধুরী, বাবুল সুপ্রিয়, সায়ন্তন বসু, সুভাষ সরকার। অমিত শাহ এলেন সওয়া তিনটে নাগাদ। তাঁকে স্বাগত জানাতে শ্লোগানে শ্লোগানে তখন চারদিক ছয়লাপ।

মা আনন্দময়ীর স্মরণে ও শ্রদ্ধায়

ড.সুরেশকুমার বনেদ্যোপাধ্যায়

৮ই জৈষ্ঠ্য, ১৩৫৯ সাল। সোলনের রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গা সিংজীর প্রার্থনায় সোলন হতে মা আনন্দময়ী সিমলায় এসেছেন। দুর্গা সিংজী হলেন মায়ের আদরের যোগীরাজ আর সকলের যোগীভাই। মা নিজের ভাবে শুয়ে আছেন। গুরুপ্রিয়া দেবী বলছেন, 'বিমলা এসে খবর দিল মা কি অপূর্ব গান করছে। ছুটে গিয়ে দেখি, মা গাইছেন, 'আও মেরে সলোনা ছলিয়া রে..... বনোয়ারী রে.....'' এই গানের সুরটি বারবার করে মা করুণ সুরে গাইছেন। মায়ের চক্ষু বোজা। কি অপূর্ব কণ্ঠের সুর। চতুর্দিকের আবহাওয়ায় সেই সুরের স্পন্দন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মা বললেন, 'সুরটা তোরা রেখে দে। বিভুকে ডাক।' বিভু এল। কিন্তু সুর ধারা গেল না। মা বললেন, 'দেখ, ওটি যে সূক্ষ্মের সুর। জগতের হাওয়ায় বিলীন হয়ে গেছে'। আমি নিরাশ হলাম। মায়ের কথাগুলি ভাববার। হৃষিকেশ আশ্রমের স্বামী সচ্চিদানন্দ ও স্বামী কৃষ্ণানন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে মায়ের কাছে আসছেন। মায়ের এক ভক্ত জিজ্ঞাসাকরলেন, 'আপনারা মাকে কী ভাবেন?' জোড় হাত করে কৃষ্ণানন্দজী বলেন, 'দেখছেন না মায়ের চারদিকে যে মাছিগুলি উড়ছে তারা কেমন আন্দে পাখা তুলে নাচছে।

সূর্যোদয়ের পূর্বে উষার আলোর প্রয়োজন। উষার দেশ পূর্ব আকাশ। সেখানে সবিতৃদেব এসে বসেন। ত্রিপুরায় খেওড়া গ্রামে বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ে এবং আঙিনায় উষার আলো। তিনি এক সাধক বংশের পবিত্র চরিত্র উত্তরসাধক। তাঁর সহধর্মিণী মোক্ষদাসুন্দরী। পরবর্তী সন্ন্যাসজন্মে যিনি শ্রী শ্রী মুক্তানন্দ গিরি নামে পরিচিত সন্ন্যাসজন্মে যিনি শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর সংসারে অভাব ছিল, কিন্তু অভাববেধ ছিল না। বাংলা ১৩০৩ । ইংরেজি ৩০ এপ্লি, ১৮৯৬। কৃষ্ণা চতুর্থী। বৃহস্পতিবার। বিপিন বিহারীর গৃহে সারারাত হরিনাম সংকীর্তন। খেওড়া গ্রামের পুর আকাশে যখন আবির ছড়িয়ে পড়েছে, সুরের উচ্ছ্বাস জগৎ সংসাগর হয়ে উঠেছে হরিময়। তখন ঘরে ঘরে বেজে উঠছে মঙ্গলশঙ্খ। সেই মোহন সুরে ভাসতে ভাসতে আঁতুড়ঘরে আবির্ভাব গল জগন্মাতা মা আনন্দময়ীর। শিশু জন্মগ্রহণ করেই কাঁদে, কিন্তু আশ্চর্য এ শিশুর তো কান্না নেই। মুখে সুমিষ্ট মৃদু হাসি। সকালে পাড়ার পরিজন এসে উপস্থিত। বিশ্ববাসী দেখল শিশুর মুখ। আর শিশু দেখল জগতের মুখ। গর্ভধারিণী মা বলেছিলেন, নির্মলা আতুড়ঘর থেকেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে গাছপালা দেখছিল।

কলায় কলায় বৃদ্ধি পেয়ে যেমন চন্দ্র হন পূর্ণচন্দ্র তেমনই আস্তে আস্তে নির্মলার দেহেমনে উদয় হতে লাগল রবির পূর্ণরূপ। পৃথিবীর মেঘ কুয়াশার আবরণেণ ফাঁকে ফাঁকে বর্ণে বর্ণে তা প্রকাশ হতে লাগল। স্বামী ভোলনাথ সেটেলমেন্টের কর্মী। চাকরিসূত্রে এলেন বাজিতপুর। মাও এলেন। সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ভূদেববাবুর গৃহে গেছেন কীর্তন শুনতে। অপূর্ব কীর্তনের সুরে চৈতন্য হারালেন তিনি। যারা এই ভাব জানত না তারা প্রচার করল এটি ভূতপ্রেত বা রুষ্ট দেবতার ভয়। চিকিৎসার প্রয়োজন। সেখানকার মানুষজন মায়ের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিল। ভোলানাথ মায়ের চিকিৎসার জন্য সাধু, ওঝা ডাকলেন। তাঁর মায়ের কাছ এসেই মা মা বলে চেতনা হারালেন। প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে গেলেন এসব আমাদের কাজ নয়। ইনি সাক্ষাৎ দেবী।

মায়ের দিব্য আকর্ষণে কাছে এলেন জ্যোতিষচন্দ্র শশাঙ্ক মোহন, গুরুপ্রিয়া দেবী। প্রাণগোপাল এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। এলেন ভারত সরকারের আধিকারিকরা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপকরা। মাতৃসঙ্গে সকলের বাহ্যরূপ রূপান্তরিত হয়ে সুবৃহৎ ইষ্টগোষ্ঠীর আকার নিল। সীমার মাঝে অসীমের যে সুরটি বাজছে চিরকাল, সেটিই তো মায়ের সুর। স্থূলের মাঝে সুক্ষ্মকে দেখাই হল মা'কে দেখা। বাজিতপুরের মন্দিরের পাশে কুণ্ডের মধ্যে মায়ের আনন্দঘন দিব্যমূর্তি দর্শন করেই সমাহিত ভাইজির মুখে অবশভাবে স্ফুটিত হয়ছিল, 'আনন্দময়ী মা'। অলৌকিকভাবে সুক্ষ্মদেহে বিচরণ মা বাল্যকাল থেকেই করতেন। ঢাকায় আশ্রম করতে চাইলে ভক্তদের বললেন, 'এ শরীরের আশ্রমের দরকার নেই। যদি তোমাদের দরকারে কিছু করো, তাহলে রমণায় কালীবানির পেছনের জায়গায় কোরো। এখানে অনেক ফলাহারী বাতাহারী সন্ন্যাসীরা থাকতেন। অশরীরী মহাত্মাদের মতো মা

অশরীরী মুসলমান ফকিরদেরও দেখতেন। শাহবাগের উদ্যানে একটি সমাধির পাশ দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে একদিন কোরান আবৃত্তি করতে লাগলেন। মুসলমান ভক্তরা তো হতবাক। মা বললেন, 'এ শরীর তো ইচ্ছা করে কিছু করে না। দেখলাম ভিতর থেকে ভাষা সুর আপনা থেকেই আসছে। বলতেন, দেহটি একটি দেহহীন কণ্ঠস্বর। ভাব ও ভাষার সমষ্টি। মনে করো এ শরীর একটি ভাবরে পুতুল।

কল্যাণ যেখানে, মা ও সেখানে। বলতেন, তোমাদের কল্যাণেই জগতের কল্যাণ। তুমি আমি একই তো.....দুই নেই। রাজশাহী কলেজের এক প্রবীণ অধ্যাপক নিজের হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদছেন। মায়ের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বলছেন, আমি কী করব? আমি তো নিজে ইচ্ছা করে কিছু করতে পারি না। এই অবস্থায় শরীরে ফিরবার খেয়াল না হলে সব শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হয়তো ফিরবার থাকে। তাই তোমরা এই অবস্থায় শরীর ধরে নাম করলে তবেই যেন পুনরায় শরীরে ফিরবার খেয়াল জাগে। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন, 'এই খেয়াল হচ্ছে ভগবৎ ইচ্ছার বিশেষ প্রকাশ। সে ইচ্ছার কারণ অজ্ঞাত। সেটি কোনও নিয়ম বা কালের অধীন নয়। খেয়ালের শক্তি অপরিসীম। স্বয়ম মা বলেছেন, খেয়াল বলতে ইচ্ছা বোঝায় না। কারণ ইচ্ছা হলে অনিচ্ছা থাকে। একটা অভাববোধ থাকে। ইচ্ছার সাথে আগ্রহ থাকে। কিন্তু যখন খেয়াল বলা হয়, তখন আগ্রহ অনাগ্রহ কিছুই থাকে না। কখনও খেয়ালটিকে তোমাদের ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে দেওয়া যায়। বের হয়ছি,আলাপ করেছি। আজ তাই সকলেরই হয়ে পড়েছি। এখন বললে কী হবে? তোমার হাতের ঘটিতে জল ছিল তুমিই তা মাটিতে ফেলেছো। এখন আবার উঠিয়ে ঘাটিতে ভারবার উপায় নেই। যদিও একটু ওঠাও তাও মাটিমাখা হয় যাবে।

মা সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন। সবই তীর্থক্ষেত্র। কুল সীমাহীন সাগরের তীরে তো ভ্রমণ নয়, এ যেন মায়ের আত্মযাপন। নিজেকে নিয়ে নিজের মধ্যেই পরিভ্রমণ। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ কাশীধামে প্রথম মাতৃদর্শনের বিবরণে লিখেছেন 'মা যেখানে ছিলেন সেই বাড়িতে দর্শনার্থীদের স্রোত বয়ে যেত। বিচিত্র ভাবের মানুষ তাঁর চরণে এসে উপনীত হত। কি দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তি ছিল তাঁর। সকল জিজ্ঞাসার ছিল সহজ সহর সুন্দর সমাধান। ভারতের তীর্থরাজি টেনেছে মা'কে আরমা টেনেছেন সমগ্র তীর্থবাসীকে। মা বলেছেন, যেমন প্রদীপ জ্বালা হলেতার আলোতেই তার কেন্দ্রর শিখাটি দেখা যায়, তেমনি মায়ের প্রবল আকর্ষণে সকলে মলিন চিত্তে ভক্তি, ভালোবাসা, প্রেমের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। সকলের বিশ্বাস হয়েছিল, ভক্তি ভালবাসায় ভগবানের বাস। নিজের অন্তর হল পবিত্র একটি স্থান। সাধনা হল নিজেকেই নিজে সাদা, ভালোবাসাই ভালোবাসা পাওয়া যায়। নিজেরদিকই একমাত্র দিক। বাকি সব বৃথা ব্যথা। প্রত্যেকের জীবনকে আলোকজ্জ্বল রাখতে হলে আত্মরতির নিষ্কম্প প্রয়োজন। ধর্মপ্রাণ প্রত্যেক মানুষেরই থাক নিজে নিজ ইষ্টদেবতা। স্বর্গবাসী সেই ইষ্টেরকাছে আমাদের প্রার্থনা হয়, রূপ,জয়, যশ, শত্রুনাশ। কিন্তু সেই দেবতা যখন ঘরে আসেন, তখন তিনিই চেয়ে নেন আমাদের চোখের জল। সেই অশ্রুজলেই তিনি ধুয়ে দেন আমাদের মনের কালিমা।

নামকীর্তন যাতে কেবল কথাসর্বস্ব না হয়ে যায়, তিনি মৌনব্রতের প্রবর্তন করেন। এই মৌনিই ছিল মায়ের অখণ্ড রূপ। আত্ম অনুভূতির লক্ষ্য স্থির রাখার জন্য তিনি মৌনব্রত পালন শুরু করেন। সোলন থেকেই এটি শুরু হয়েছিল। সোলনের চারদিকে ধ্যানমগ্ন হিমালয়। মা বলতেন, 'প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০ মিনিট মৌন থেকে ভগবানকে ডাকতে হয়। পশুপাখি যেমন নির্দিষ্ট সময়ে ডেকে ওঠে, কোনও বাধাবিঘ্ন মানে না, তোমরাও তেমন একটি নির্দিষ্ট সময় তাঁর চরণ দেবার চেষ্টা করো। পরবচর্তীকালে এই মৌনব্রত ১০ মিনিট থেকে ১৫ মিনিটে হয়েছিল।

বিশ্ব প্রকৃতির একটি সুন্দর শোভা থাকে। কখনও বৃক্ষের, কখনও বা পাহাড়ের। কখনও প্রকৃতির অন্য কোনও রূপ। আমরা শোভা দেখি বৃক্ষের। সেখানে আছে লতা, কুড়ি ফুল,ফল আবার সুউচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের উপরে সুন্দরী ঝর্ণা। নেমে আসছে ঝরঝর করে মাটিতে। সেরকম মায়ের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয় ভক্তদের মাঝে। তিনি হয়েছিলেন বিশ্বজননী। আর এই মা'কে ঘিরেই অনেকের ভিড়। সকলেই মায়ের চরণে তাদের প্রাণের কথা খুলে বলে হালকা হতে চায়।

মা চলেছেন মানস সরোবর। সেখান থেএক যাবেন কৈলাস। চারদিকে ভক্তদের বললেন, 'দ্যাখ, চারদিকটা কেমন একটা গোল রেখারমতো। একেই ধর্মসভা বলে। শুভ লক্ষ্মণ। সামনে মানস সরোবর। আকাশের নালিমা যেন সমতলে এসে মিশে গেছে। অনেক দূরে তার জনহীন তটসীমা। তুষার মুকুট পরা হিমালয়ের দিগন্তরেখায় এক রহস্যপারাবারের উপরে আশ্চর্য অন্ত নীলাকাশ। তার নীলিমায় যেন আরেকটি আকাশ নীচে বিছানো রয়েছে। প্রদক্ষিণের শেষে স্নান পূজাদি গৌরীকুণ্ডে করাই বিধি। মা কখনও তীর্থবিধি ভাঙতেন না। পূজাদি সেরে বললেন, 'দেখলাম পাঁচটি সূক্ষ্ম শরীরী গেরুয়াধারী সাধু কাছে এসে বলছেন, আমারা তোমার সাথে পরিক্রমায় ছিলাম। তোমাদের যেমন দেখি পরিষ্কার, ঠিক তেমনই তাঁদেরকেও দেখলাম।

বিশিষ্ট মহাত্মা বিদ্যানন্দজি বললেন, আমি নিজের গর্ভধারিণী মা'কে পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু শ্রী শ্রী মাকে দর্শন করে এমনই অভিভূত হয়েছি যে, মা'কে মন থেকে সরতে দেবার কথা ভাবতেও পারি না'। হৃষিকেশ আশ্রম থেকে ঠাকুর ওঙ্কারনাথ লিখছেন, 'দয়াময়ী মা গো, মা আমার। তুই তো সব সেজে লীলা করছিস। বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র দুইই ছিলি।

তোর ইচ্ছা হল, বহু হব জন্মাব। তুই মহৎ অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চভূত হলি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সাজলি। কোটি কোটি প্রণাম তোকে আর তোর লীলাকে। ব্যক্তিরজীবনে যা সত্য, জাতির জীবনেও তাই। অন্তর্মুখী ব্যক্তিচেতনাই সুস্থ সমাজ গঠনে সক্ষম। আর ভারতের অধ্যাত্ম জীবনাদশই চিরকালের আদর্শ। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ মা'কে দর্শন করে বললেন, 'মাগো, আশীর্বাদ করুন যেন ভগবানে ভক্তি হয়'। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি তাঁর প্রার্থনাসভায় মা'কে বেদীর ওপর বসিয়ে রামধুন গেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চপটীতে মায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মায়ের কাছে এসেছেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জ্ঞান জৈলসিং, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইন্দিরা গান্ধি, মোরারজি দেশাইয সস্ত্রী জগজীবন রাম, লোকসভার স্পিকার বিভিন্ন রাজ্যপাল ছাড়াও সমকালীন বহু বিশিষ্টজনরা। তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রকৃত বিশ্বাস, যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

মায়ের কাছে দেশবিদেশ ভেদজ্ঞান ছিল না। তাই দূরদূরান্ত থেকে মায়ের নিকটে আসতেন অনুগামীরা। প্যারিস থেকে Miriam orr লিখছেন, ("Mother, being Diving Light clothed in a human form, has on need of human methods and techiques, which are the conesequences of separation, For Mother separation does not exist") লন্ডনের (Keneath Grant) লিখলেন, "mother's ways are truly mysterious such an event qiite apart form the problern or the answer thereto, has had the effect of conferring that most valuable of all boons, the certainty of the unity of existence"

নৃত্যজগতের কিংবদন্তী উদয়শঙ্কর সিমলায়। মা বলছেন, প্রশ্ন যেখান থেকে ওঠে উত্তরও সেকান থেকেই আসে। দ্যাখ্যা, পৃথিবীতে সবকিছুতেই নাচছে। এই যে কথাবার্তা হচ্ছে, এও নাচেরই একটি অঙ্গ । বলছেন নাচ কী? নাচ হল তরঙ্গ। যেমন বীজ বুনলে তার মধ্যে একটি স্পন্দন বা তরঙ্গ না থাকলে বীজ গাছ হতে পারে না, তেমনই সৃষ্টি স্থিতি, লয় সবটাতেই একটা তরঙ্গ আছে। এই তরঙ্গই হল নাচ। সবই একটি ভাবের নৃত্য। মা অসুস্থ। ইন্দিরা গান্ধি পরিবারে এসেছেন দর্শনে। মা উঠে বসলেন কয়েক মিনিটের জন্য। নিজে থেকে উঠে দর্শন দেবার এটিই সর্বশেষ ঘটনা। মা কিষণপুরে গিয়ে উপরতলায় উঠে আর মাটির বুকে পা দেননি ড. শেঠি এসে মা'কে বলছেন, আপনি কি খুব ভুগছেন?' মা বললেন, 'মোটেই না। এই উপশিরা অমি। আমি স্নায়ু.....পরিবর্তনেও আমি। সকলের সাক্ষীরূপেও আমি। ভক্তদের উফদেশ দিচ্ছেন, পরমানন্দকে দেখ। ভগবৎপ্রাপ্তিতেই পরমানন্দ';মা রাঁচিতে। নতুন আশ্রম। নতুন অধ্যাত্মাবিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করছেন। অধ্যাপক বীরেশ্বর গাঙ্গুলি জানিয়েছেন সেই প্রশ্নমালা। তার মধ্যে একটি ভক্তের প্রশ্ন, 'আচ্ছা মা, এই যে তোমার সামনে বাতাসা প্রসাদ রাখা আছে, এই প্রসাদ খেলে কি সেই প্রসাদ লাভ হয়? মা বলছেন 'প্রসাদ তো একটাই। যে প্রসাদে প্রসন্নতা লাভ হয়, সেটাই প্রসাদ। ১৯৮২ সালের ২ জুলাই। ঠাকুর ওঙ্কারনাথ ছুটে এসেছেন দেরাদুনে—মায়ের কাছে বহুপথ অতিক্রম করে। রুদ্ধদ্বার। শয্যাপার্শ্বে ঠাকুর। শুরু হল দীর্ঘক্ষণ ধরে প্লুতস্বরে ওঙ্কার উচ্চারণ। নিবেদিত হল ব্রহ্মাবাদিনী মায়ের প্রতি ঠাকুর ওঙ্কারনাথের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য। মা মহাসমাধি লাভ করলেন। ঠাকুর ওঙ্কারনাথ তখন শ্রীরঙ্গমে। খবর পেয়ে ঘণ্টাখানেক নীরব নিথর হয়ে বসে রইলেন। ক্রমশ স্ব-ভাবে এসে বললেন, 'মা যাবে কোথায়? সাজঘরে সাজ পাল্টাতে গেছে। আবার এলো বলে।'

সিদ্ধ পুরুষ স্বামী বালানন্দজি বলেছিলেন, 'মা তো সাধিক নন, নিত্যাসিদ্ধা। কোনও কর্ম উপলক্ষ্যে আসেন, আবার কর্ম উফলক্ষ্যে আসেন, আবার কর্ম শেষ হলেই চলে যান। সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাম ঠাকুর মা'কে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলছেন, যাঁকে প্রণাম করা যায় তাঁকেই প্রণাম করলাম। ভক্তদের বলতেন যাও সাক্ষাৎ ভগবতী দর্শন করে এসো। উত্তর ভারতের ব্রহ্মার্ষি যোগীরাজ দেউরহা বাবা বলতেন, আনন্দময়ী মা সাক্ষাৎ ভগবতী হ্যায়।

মায়ের জন্মশতবর্ষে একটি লেখার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্যবিজ্ঞানী ড. গোপাল মিত্র এসেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. ত্রিগুণা সেনের কাছে। সঙ্গে ড. সেনের স্বনামধন্য ছাত্র অমলকুমার রায়। ড. সেন লিখলেন আমি মনে করি মা'কে জানিনা বললে ঠিক সত্য বলা হয় না। আবার জানি বললেও মিথ্যাই বলা হবে। মা যার কাছে যতটুকু কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ করে দেন, সেটুকু তার কাছে জানা, সেটিই সত্যদর্শন। মা আমাদের কাছে জ্ঞাত হয়েও অজ্ঞেয়। কিছু জানা, কিছু উপলব্ধি করা। এই -ই তাঁকে জানা। মা'র কাছে যাদেরই আসার সৌভাগ্য হয়েছে, প্রত্যেকেরই কিছু অনুভূতি দিয়ে কিছু উপলব্ধি করে গেছেন কিছু জেনে গেছেন। কেউ তাঁকে ভুলে থাকতে পারবেন না।

১৮ মে, ১৯৯৫। রবীন্দ্র সরোবরের তীরে সাদার্ন এভিনিউরা রাস্তা। মায়ের জন্মশতবর্ষের শোভাযাত্রা শুরু হবে। অনেক জ্ঞানীগুণী মহাত্মা এসেছেন, অগণিত ভক্তমণ্ডলীর ভিড়। পদ্মশ্রী রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় লেখককে বলছেন এরকম সুন্দর অনুষ্ঠান না দেখলে জীবনটাই বৃথা হয়ে যেত। শতবর্ষের আলোয় তিনি দেখলেন 'ললাটে তোমার দেখেছি আলোকে, সিনান করেছিল তাতা/ নিবায়েছি মা'গো বেদনার জ্বালা স্নিগ্ধ নয়ন পাতে/ এসেছে যতেক তমিস্রা রাশি করেছি যে তারে ছিন্ন /যতই এসেছে ঝড় ও ঝঞ্ঝা করেনি তো কই দীর্ণ/ তোমার মুখেতে শুনেছি যে আমি অমর ভারত বাণী/ দেখেছি তোমার রূপের ঝলকে ঋষিদের কানাকানি/ সৃষ্টির উষালগ্নে হে মাতা! যে ধ্বনির দেখি তোমার বাণীতে তোমারই প্রসাদ মাগে।' (সৌজন্যে প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

শেখ হাসিনা'র ভারত সফর এনআরসি তিস্তাসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসবে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০২।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন ভারত সফরের এনআরসি (আসামের নাগরিকপঞ্জি) ও তিস্তার বিষয়টি তুলে ধরবে। এছাড়াও সীমান্তে হত্যা, সন্ত্রাসবাদবিরোধী সহযোগিতা, বাণিজ্য, নৌপরিবহন, বন্দর ব্যবস্থাপনা, বিবিআইএম (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালকে নিয়ে গঠিত উপআঞ্চলিক জোট), অভিন্ন নদীর পানিবন্টন সংক্রান্ত কাঠোমো চুক্তি, রোহিঙ্গা, উন্নয়ন, জ্বালানিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। এ ছাড়া যুব ও ক্রীড়া, সমুদ্র গবেষণা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাসহ কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সইয়ের সম্ভাবনা আছে বলে জানান বিদেশমন্ত্রী।

বুধবার এ সফর উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দেশটির বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এ কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ দিনের সরকারি সফরে আজ বৃহস্পতিবার দিল্লি আসছেন।মোমেন বলেন, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ঢাকা সফরের সময় বলেছিলেন,আসামের বিতর্কিত এনআরসি বিষয়টি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের ওপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না। গত সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিষয়টি তুলেছিলেন। তখন মোদি বলেন, আমাদের মধ্যে যে উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে এসব ছোটখাটো বিষয় কোনও সমস্যা হবে না। তবে ভারতের কোনও কোনও রাজনীতিবিদ উদ্যোগী হয়ে বিষয়টি তুলছেন এবং এটি দেখতে হবে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে এনআরসি তৈরি করা হয়েছে। এটি করতে সময় লেগেছে ৩৪ বছর। ফাইনাল করতে কত সময় লাগবে, জানি না। পানি সংক্রান্ত বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা তিস্তাসহ মোট ৮টি নদীর রূপরেখা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করবো। তিনি বলেন, চীনের উদ্যোগে আমরা ত্রিপক্ষীয় একটি বৈঠক করছি। ওই বৈঠকে চীনের পীড়াপীড়িতে মায়ানমার মাঠপর্যায়ে একটি গ্রুপ তৈরি করায় রাজি হয়েছে। এই কমিটি প্রত্যাবাসনে কাজ করবে। ওই বৈঠকে মায়ানমার আরও স্বীকার করেছে, যাদের যাচাইবাছাই করা হবে তাদের প্রত্যেককে ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড দেওয়া হবে। এর আগে মায়ানমার এ কথা বলতো না। এখন চীনের কারণে এ কথা বলে। চীনের একটি প্রস্তাব ছিল রোহিঙ্গাদের রাখাইনে নিয়ে গিয়ে পরিবেশ দেখানোর, মায়ানমার রাজি হয়নি। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরের সময় ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সামিটে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। এছাড়া ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

বুধবার অসম রাইফেলস আয়োজিত স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ছবি- নিজস্ব।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে লড়াই দুই দাঁতালের,ঝাড়গ্রামে হাতির হামলাতে জখম হুলা সদস্যন

মেদিনীপুর, ২ অক্টোবর (হি.স.) : জঙ্গলমহলে গতবারের মতো পুজোটা যে আতঙ্কেই কাটবে তা প্রায় নিশ্চিত । গতবছর পুজোর সময় হাতির আতঙ্কে দুপুরে বাড়ি ফেরার তাগাদা বেড়ে যায় জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর সদর ব্লক,গোয়ালতোড়, গড়বেতা ঝাড়গ্রামে । এবারও তাই । বিকেলের পর তো দুর, সাকল থেকেই জঙ্গলমহলের পীচ রাস্তার ওপরে দুই দাঁতাল ঘন্টার বেশি লড়াই করল । তাদের দেখে যাতায়াত বন্ধ হল দিনের বেলাতেও । এমন চিত্রটি বুধবার সকালে দেখা গিয়েছে মেদিনীপুর সদর ব্লকের ঝরিয়াতে । অন্যদিকে আগের রাতেই ঝাড়গ্রামে হাতি তাড়াতে গিয়ে হাতির হামলাতে জখম হয়েছেন এক হুলা পার্টির সদস্য । তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামে । ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হাতির পাল নতুন করে পুজোর সময়ে আতঙ্ক তৈরি করেছে । ঝাড়গ্রাম শহরে দুদিন আগে রাতভর দাপিয়ে বেড়িয়েছিল একটি হাতি । তাই হাতির পালগুলিকে জঙ্গলের গভীরে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছিল মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে । তখনই হাতির হামলাতে গুরুতর জখম হুলা পার্টির সদস্য।আহতের নাম গয়ালাল সিং (৪০),বেলপাহাড়ি থানার চড়কপাহাড়ির বাসিন্দা।ড্রাইভ করার সময় ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়া থেকে চন্দ্রী হয়ে হাতির পাল ঝাড়খণ্ডের দিকে যাচ্ছিল।আস্থি নামক এলাকায় সামনের দিকে হাতিগুলি পালানোর সময়ে একটি হাতি হঠাতপেছনে ঘুরে গয়ালাল কে আছাড় মারে।গুরুতর জখম গয়ালাল কে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি তে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে মেদিনীপুর সদরব্লকের ঝরিয়া বাঘঘরাতে মঙ্গলবার থেকে হাতির পাল প্রবেশ করেছে । দলমার এই হাতির পালে চল্লিশটির বেশি হাতি রয়েছে । দেউলডাঙ্গা থেকে বাঘঘরা গামী প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তায় সকাল থেকে দুটি দাঁতাল উঠে পড়ে । পিচ রাস্তার ওপরেই একঘন্টার বেশি সময় ধরে লড়াই করে দুটি হাতি । কৌতুহলী গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায় । তবে এই কান্ডের পরে হাতিগুলি জঙ্গলে চলে গেলেও দিনভর কেউই ওই জঙ্গলের ভেতরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সাহস পায়নি । গ্রামবাসীরাও রীতিমতো আতঙ্কিত ।

বনদফতরের মেদিনীপুর ডিভিশনের ডিএফও সন্দিপ বেড়াওয়াল বলেন — হাতিগুলি এলাকায় এসেছে বলে গ্রামবাসীদের সতর্ক করা হয়েছে । হুলাপার্টি রেডি রাখা হয়েছে । প্রয়োজনে তাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে । গ্রামে কোনো ক্ষতি যাতে না করতে পারে তার জন্য সতর্ক রয়েছি । -

মাছধরা জাল দেবীর পায়ে ছুঁইয়ে গান গেয়ে শেষ হয় বৈদ্যনাথপুরের দুর্গা পুজা

মহম্মদ বাজার, ২ অক্টোবর (হি.স.) : সপ্তমীর দিন অস্ত্র স্নান করিয়ে শুরু হয় রাজপুত অধ্যুষিত বৈদ্যনাথপুরের দুর্গা পুজা।আর দশমীর দিন জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা মাছধরা জাল দেবীর পায়ে ছুঁইয়ে আর্শীবাদ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় পুজোর। বীরভূম-ঝাড়খন্ড সীমানায় বৈদ্যনাথ পুর গ্রাম। বেশিরভাগই রাজপুত সম্প্রদায়ের।সপ্তমীর সকালে ফদ্দেপুকুর থেকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে রাজপুতরা কপালে লাল তিলক, মাথায় পাগড়ি বেঁধে,হাতে তরবারি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে আনেন। বীরভূমের রাজনগরের বীররাজার সেনাপতি ছিলেন বীজনাথ সিং।তাঁর নামানুসারে এই গ্রাম বীজনাথপুর থেকে আজকের বৈদ্যনাথপুর।

এই গ্রামের জালম সিং স্বপ্নাদেশ পেয়ে বৈদ্যনাথপুরে ঘট প্রতিষ্ঠা করে এই পুজোর প্রবর্তন করেন। এই গ্রামের জয়কৃষাণ পুকুরে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়।সেই টাকাতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে মন্দির নির্মাণ করা হয়। এছাড়া দেবীর নামে যে জমি আছে তা থেকে এই পুজোর খরচ নির্বাহ হয়। পুরোহিত,প্রতিমা শিল্পী, ঢাকী যারা আছেন তাদের ও কাজের জন্য জমি দেওয়া আছে।তারা বংশপরম্পরায় কেউ, পূজা-পার্বণ , কেউ প্রতিমা তৈরি করেন,কেউ ঢাক বাজান।দশমীর দিনে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা জাল নিয়ে মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে আর্শীবাদ নেন। তাদের বিশ্বাস দেবীর আর্শীর্বাদে সারা বছর তাদের মাছ ভাতের অভাব হবে না।

মালিয়াড়া রাজবাড়ির সিংহবাহিনী আজও পূজিতা হন প্রাচীন প্রথা মেনে

বাঁকুড়া, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মালিয়াড়া রাজবাড়ির দুর্গা পুজো এক সময়ের আলাদা মর্যাদা, ঐতিহ্য আজ অনেকটাই ম্লান।তবুও "" রাজ""বাড়ির পুজো হিসাবেএলাকায় কৌলীন্য রয়ে গেছে।"প্রাচীন রীতি ও প্রথা মেনে আজ ও পূজিতা হন সোনার সিংহবাহিনী।উত্তর বাঁকুড়া জুড়ে একসময় মালিয়াড়া রাজবাড়ির পুজো ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হতো তা আজ আর নেই কিন্তু রাজবাড়ীর সিংহবাহিনীকে ঘিরে মালিয়াড়াবাসীর টান বজায় রয়েছে।

কথিত আছে ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লির সম্রাট আকবরের আমলে এখানে জমিদারির পত্তন করেন ঘরবাস অধূর্য্য। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীর একজন একনিষ্ঠ ও অনুগত সৈনিক। ঘরবাস অধূর্যের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর তার হাতে বাদশাহের পাঞ্জা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ঘোড়ায় চড়ে এক রাতে যতদূর যেতে পারবে তার সমপরিমাণ জায়গা রাজত্ব করার জন্য তাকে দেওয়া হবে। বাদশাহের নির্দেশ মতো যাত্রা শুরু করে ঘরবাস। এক রাতে তার আদি বাসস্থান রাজপুতনা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁকুড়ার মালিয়াড়া গ্রামে পৌঁছায় রাত শেষে। সম্রাটের সিদ্ধান্ত মত এখানেই বর্ধমান মহারাজার অধীনে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধ বাহিনীর সৈনিক থেকে রাজা হন ঘরবাস। রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেই ঘরবাসই শুরু করেন সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার পুজো।সেই সময় বাঁকুড়ার জঙ্গল ঘেরা এই অঞ্চলটি ছিল ডাকাত দস্যুদের ডেরা।তাদের মোকাবিলা করে এলাকায় শান্তি স্থাপন করেন ঘরবাস। এতে সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার ভূমিকাও কথিত আছে। বর্ধমানের মহারাজা এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে অধূর্য্য থেকে চন্দ্রাধূর্য উপাধিতে ভূষিত করেন রাজা ঘরবাসকে।

বর্তমান মালিয়াড়ার রাজা নীলাদ্রি নারায়ণের তিন পুত্র-- হিমাদ্রী নারায়ন, স্নেহাদ্রী নারায়ন ও মেঘাদ্রী নারায়ন চন্দ্রাধূর্য একত্রে বাস করেন। এলাকায় এখনও তারা রাজা বলে ভূষিত হন। রাজা মেঘাদ্রী নারায়ণের সঙ্গে রাজবাড়ি ঘুরে দেখা গেল এককালের বিশাল সিংহ দরজার ভেতরে বিরাট বিরাট বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। জানালা দরজা ভেঙে পড়েছে, তেলের টিন কেটে তা আড়াল দেওয়া হয়েছে। চুন-সুরকির ফাটল ধরা দেওয়ালে অদ্ভুতুড়ে সব আওয়াজ। রাজ বাড়ির ভেতরেই সিংহবাহিনীর মন্দির। মন্দিরের ভেতরে রুপোর তৈরি সিংহাসনে স্বর্ণ নির্মিত দেবী দশভুজার মূর্তি। মন্দির ছাড়িয়ে রাজ দরবার। এখানে বসে রাজা বিচার করতেন দেবী দুর্গাকে সাক্ষী রেখে। আজ রাজবাড়ীর সে জৌলুস নেই। অর্থাভাবে ধুঁকছে রাজবাড়ি। আনাচে -কানাচে থাকা সব বৈভব অবহেলায়

ছয়ের পাতায়

কোনো অপরাধ করিনি জামিন আমার হক : খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০২।। দুর্নীতির দুই মামলায় কারাবন্দি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছেন, জামিন আমার হক। কোনো রকমের কোনো অপরাধ আমি করিনি।

বুধবার বিকালে দলের নারী সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে এ কথা বলেন খালেদা জিয়া। এর আগে বিকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান রুমিন ফারহানাসহ বিএনপির চার এমপি। অপর এমপিরা হলেন বগুড়া-৪ আসনের মোশাররফ হোসেন, বগুড়া-৬ আসনে জিএম সিরাজ, ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে জাহিদুর রহমান জাহিদ।। খালেদা জিয়ার জামিনে মুক্তির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

যেখানে পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে বিলম্ব হচ্ছে যেখানে আপনারা সাক্ষাৎ পাচ্ছেন, সরকার আপনাদের পাঠাল কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে নারী সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন,একদমই না। প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, আমি সরাসরি প্যারোলের বিষয়ে ম্যাডামকে বলেছিলাম। ম্যাডাম আমাকে বলেছেন যে, জামিন আমার হক। দেশের আইন অনুযায়ী আমি এখনই জামিন লাভের যোগ্য। কোনো রকমের কোনো অপরাধ আমি করিনি। সুতরাং এখানে প্যারোলের প্রশ্ন কেন আসবে? প্যারোলের কোনো প্রশ্নই আমাদের তরফ থেকে তোলা হয়নি। ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, আইনের ওপর যে অভিজ্ঞতা এই ধরনের মামলায় এডমিশনে বেইল হয়ে যায়। সেখানে এরকম শারীরিক অবস্থায় ১৮ মাস ধরে উনি (খালেদা জিয়া) কারাগারে বন্দি আছেন। আমি স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, উনাকে পরিকল্পিতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তার এই শারীরিক অবস্থার জন্য সরকার দায়ী। তার কোনো রকমের কোনো সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে না। তার অবস্থার যেটা অবনতি হয়েছে তার জন্য সম্পুণুরুপে সরকার দায়ী।

বহুতলের বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল প্রশাসন

বাঁকুড়া, ২ অক্টোবর (হি.স.) : একটি বহুতল ভবনের বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল প্রশাসন। এই ঘটনায় বাঁকুড়া পুর এলাকার পাঁচবাগায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রায় এক বছর আগে পাচঁবাগা মোড় এলাকায় একটি বহুতলের একাংশ নির্মাণে বিতর্ক তৈরি হয়। কোনও রকম অনুমতি না নিয়ে বহুতলের একাংশে নির্মাণের কাজ শুরু হয় বলে অভিযোগ ওঠে।পুরসভার পক্ষ থেকে তদন্ত করে বহুতলের মালিককে তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই নির্দেশকে মানা হয়নি।তারপর বিষয়টি জেলাশাসকের কাছে পৌছায়।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি যাচাই করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জেলাশাসকের দফতরে গতকালই এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।যে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়।পুরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন একবছর আগে ওই বহুতলের বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ ওঠে।পুরসভার অনুমোদন ছাড়াই ওই নির্মাণ কাজ হওয়ায় তা ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়।তা সত্বেও ভাঙা হয়নি।অবশেষে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বুধবার ভেঙে ফেলা হয়।এদিন সকাল থেকেই ভাঙার কাজ শুরু হয়।

বোলপুরের দুর্গা মাতা ক্লাবের এবারের থিম ভাবনা-বাংলার পটচিত্র

বোলপুর, ২ অক্টোবর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম লোকশিল্প পটশিল্প।এই পটচিত্রের মাধ্যমে পটুয়ারা তুলে ধরতেন দেবদেবীর কাহিনী,পুরাণের কোন গল্প কথা কিংবা সামাজিক কোন বিষয়।বাংলার এই পটশিল্পের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল শিল্পী যামিনী রায়ের সৌজন্যে।বাংলার লুপ্ত হতে চলা এই পটশিল্পকে মন্ডপসজ্জায় ফুটিয়ে তুলে বাংলার পটের সৌন্দর্য মানুষের সামনে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে বোলপুরের দুর্গামাতা ক্লাব।

আর এই থিম ভাবনার সার্থক রূপায়ণ ঘটছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র প্রণতোষী নন্দীর তুলির টানে।দেবীর অকাল বোধন ও মা চন্ডী কেন্দ্রিক পটচিত্রে মন্ডপ সেজে উঠেছে অনুপম সৌন্দর্যে। রঙবেরঙের পটচিত্রে স্থান পেয়েছে আদিবাসী সমাজের কিছু দেওয়াল চিত্র।এই থিম ভাবনা সম্পর্কে থিম মেকার প্রণতোষ্মি নন্দী বলেন-'হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্প বা লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি,কারণ বাংলার পটের প্রসার সেভাবে হচ্ছে না।পটের প্রসার যেন লাভ করে তার জন্য এই উদ্যোগ।'প্রায় তিন মাস ধরে চলছে পুজোর এই ক্লাবের মন্ডপ সজ্জার কাজ। এই মন্ডপের নান্দনিক পটচিত্র যে সবার নজর কাড়তে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ফোন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০২।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এসময় দুই প্রধানমন্ত্রী'র কুশল বিনিময় করেন এবং এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রেস সচিব জানান, বুধবার বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। কুশলাদি বিনিময় করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখের বর্তমান অবস্থার খোঁজখবর নেন ইমরান খান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার চোখের চিকিৎসার খোঁজখবর নেয়ার জন্য পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার চার দিনের সফরে ভারতে আসছেন। শেখ হাসিনার এ সফরের একদিন আগে টেলিফোন করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

হীনমন্যতার কারণেই শুদ্ধি অভিযানকে বিএনপি স্বাগত জানাতে পারছে না : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ০২।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, হীনমন্যতার কারণেই মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে চলা 'শুদ্ধি' অভিযানকে বিএনপি স্বাগত জানাতে পারছে না।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'এখন যে অভিযান তা দুর্নীতির বিরুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে। ঘর থেকে এ শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে কাজেই এটা বিএনপির সহযোগিতা করা উচিত। সমালোচনা করে হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছে বিএনপি।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, এসব অপকর্ম অনাচার দুর্নীতি বিএনপির আমলেও হয়েছে কিন্তু তারা তাদের কোনো নেতাকর্মীর শাস্তি দিতে পারিনি। বিএনপির শাসনামলে নানা অপকর্ম হলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন খালেদা জিয়া।

আওয়ামী লীগ নিজেদের ঘর থেকেই শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, বিএনপি যা পারেনি আওয়ামী লীগ সেটা করে দেখিয়েছে। সেজন্য বিএনপির উচিত হবে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানানো। সেই সঙ্গে শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে বরং গঠনমুলক সমালোচনা করতে বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আ ন ম শফিকুর রহমান স্মরণে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোকসভায় যোগ দিতে সিলেট বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় বিমানের একটি ফাইটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান ওবায়দুল কাদের।বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাকে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অভ্যর্থনা জানান।এসময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট লুৎফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী ও মহানগরের সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এরপর হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করেন কাদের। এ সময়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপিসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতায় বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার পৌঢ়ার পচাগলা দেহ, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতায় বন্ধ ঘর থেকে পৌঢ়ার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশউ রিজেন্ট পার্ক থানার অন্তর্গত ৩৪২ বাঁশদ্রোণীপার্ক (কলকাতা ৪২) এলাকায় অবস্থিত গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টের ঘটনাউ বন্ধ ঘর থেকে বছর ৬০-এর একজন পৌঢ়ার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশউ মৃতার নাম হল-কেকা মুখোপাধ্যায়উ পুলিশ সূত্রের খবর, ওই পৌঢ়ার শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল নাউ আবাসনে ওই পৌঢ়া একাই থাকতেনউ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এম আর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেউ

বুধবার পুলিশ সূত্রের খবর, গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টের একটি আবাসন থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারাউ ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আবাসনের দরজা ভেঙে ওই মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছেউ সোফার উপর পড়েছিল নিথর দেহউ স্থানীয় সূত্রের খবর, কেকা মুখোপাধ্যায় নামে ওই মহিলা ফ্ল্যাটে একাই থাকতেনউ কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ

মুম্বইয়ের উপকণ্ঠে লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেনের কামরা, বিপর্যস্ত শহরতলির ট্রেন পরিষেবা

মুম্বই, ২ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বইয়ের উপকণ্ঠে লাইনচ্যুত হয়ে গেল লোকাল ট্রেনের কামরাউ এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইউ তবে, বিপর্যস্ত হয়েছে শহরতলির ট্রেন পরিষেবাউ রুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কিং সার্কেল এবং মাহিম স্টেশনের মাঝে বেলাইন হয়ে যায় (সিএসএমটি-বান্দ্রা রুট) লোকাল ট্রেনের কামরাউ রেলাইন থেকে মাটিতে নেমে যায় লোকাল ট্রেনের প্রথম কামরাউ এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইউ

তবে, রেল দুর্ঘটনার জেরে সিএসএমটি-বান্দ্রা শাখায় বিপর্যস্ত হয় ট্রেন চলাচলউ দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারাউ দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর রেললাইন তোলা হয় লাইনচ্যুত কামরাটিকেউ কী কারণে বেলাইন হল লোকাল ট্রেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেউ

বোলপুরের উদয়াচল ক্লাবের থিমে ঐক্যের বার্তা

বোলপুর, ২ অক্টোবর (হি.স.) : দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। এবারের বোলপুরের উদয়াচল ক্লাবের থিম -ঐক্যের বন্ধন।আর থিম ভাবনায় বাঁশ,খড়, কাপড় দিয়ে মন্ডপসজ্জা করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র প্রণতোষী নন্দী।আড়াই মাস ধরে প্রণতোষী নন্দীর থিম ভাবনার সার্থক রূপায়ণ ঘটাচ্ছেন প্রায় কুড়ি জন সহযোগী শিল্পী।টাওয়ারের আদলে বাঁশ দিয়ে অনেক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। বানানো হয়েছে খড়ের ময়ূর, পেঁচা।প্রবেশপথের মাঝখানে হাতে হাত মিলিয়ে ও কাঁধে কাঁধে উপরে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু পুতুলের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে ঐক্যের বার্তা।মন্ডপের অন্দরে ঢুকলে দেখা মিলবে প্রতিমার দু'দিকে মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের সারি। মাঝখানে থিম ভাবনার সাথে মিলিয়ে দেবীর মূর্তি।প্রতিমা তৈরি করছেন শিল্পী সৌমিত্র পাল।থিম প্রসঙ্গে প্রণতোষী নন্দী বলেন-'বর্তমানে যা সামাজিক অবস্থা তাতে সবদিক দিয়েই ঐক্যের প্রয়োজন।মানুষ সব কাজ একা করতে পারে না, সমষ্টিগত কাজে আসে সফলতা।এই থেকেই এই থিমের ভাবনা।'

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

অল্প বয়সে গচ্চায় যাওয়া ছয় তারকা

নিজেদের প্রতিভা এবং প্রতিভা বিকাশের অদম্য চেষ্টা ছিল তাদের। তাই অল্প বয়সেই তাঁরা অকালপক্ক তারকা খ্যাতি তকমা গায়ে জড়িয়েছে। নিজ গুণে তারকা খ্যাতি জুটেছে, সঙ্গে খ্যাতির বিড়ম্বনাও। বিশ্বজুড়ে অগুনতি ভক্ত তাঁদের, সমালোচকও অনেক। সমালোচকদের মতে, এই তারকাদের অনেক কিছুই অনুকরণীয় নয়। আসুন এবার জেনে নিন এমন পাঁচজন তারকার নাম। যারা অল্প বয়সেই পেকে তারকা খ্যাতি জড়িয়েছেন।জাস্টিন বিবার:তাকে নতুন করে পরিচয় করাতে যাওয়াটা বোকামি। সবাই জানে, ২০০৭ সালে ইউটিউব ভিডিও-র মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় সংগীত শিল্পী বিবারের বয়স ছিল ১৩ বছর।দু''বছর পরই তারকা। কানাডার নাগরিক জাস্টিন ড্রিউ বিবার এখন তারকাদেরও তারকা। তবে তরুণীদের হার্টথ্রব হলেও প্রতিবেশীদের কাছে বিবার বেশ অপ্রিয়। প্রতিবেশীদের অপছন্দ হলেও জনপ্রিয়তার কমতি নেই তার।মাইলি সাইরাস:—যুক্তরাষ্ট্রের পপ তারকা ও অভিনেত্রী মাইলি সাইরাসও ছোটবেলা থেকেই তারকাজগতের বাসিন্দা। ডিজনি চ্যানেলের ''হানা মনটানা'' সিরিজে সুযোগ পেয়ে যান মাত্র ১৪ বছর বয়সে। বাবা বিলি রে কার্ন্টি সিঙ্গার। তাঁর প্রেরণায় মেয়েও গান শিখেছেন। সেই সুবাদে মাইলি এখন পপ সুপারস্টার।ব্রিটনি স্পিয়ার্স:১৯৯৯ সালে ''বেবি ওয়ান মোর টাইম'' এবং ২০০০ সালে ''উপস.আই ডিড ইট এগেইন'' অ্যালবাম দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেও ব্রিটনি স্পিয়ার্স কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই সুপরিচিত। একচ্ছত্র সুখ্যাতি তিনিও ধরে রাখতে পারেননি। নেশা জাতিও পানি অভ্যাস ছাড়তে তাঁকেও সংশোধন কেন্দ্রে যেতে হয়েছে। এখন বেশ ভালো আছেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স।মাইকেল জ্যাকসন:—পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনেরও খ্যাতি অনেক। মাত্র ১১ বছরেই টপ চার্টে নাম লেখানো জ্যাকসন মাত্র ৫০ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর আগে একটা সান্ত্বনা তিনি পেয়েছেন। শিশুদের বিরুদ্ধে অনৈতিক অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। তবে তদন্তে সেই অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।ড্রিউ ব্যারিমোর:যুক্তরাষ্ট্রের অভিনয় জগতের বিখ্যাত ব্যারিমোর পরিবারে তাঁর জন্ম। ড্রিউ ব্যারিমোরকে তাই মাত্র ১১ মাস বয়সে বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা গিয়েছিল শুনলেও কারও মনে বিস্ময় জাগে না। ড্রিউ শিশুকালে নেশা জগতে ছিলেন। তা জেনে অনেক ভক্তই হতাশ। ড্রিউ ব্যারিমোর অবশ্য সেই তারকা, যিনি কম বয়সে এই জগত ছেড়ে তারকা খ্যাতির শিখরে উঠেছেন।লিন্ডসে লোহান:মার্কিনদের আরেক অভিনেত্রী-গায়িকা লিন্ডসে লোহান। ''প্যারেন্ট ট্র্যাপ'' ছবিতে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে তারকা হয়ে ওঠার সময় বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। কিন্তু একসময় অভিনয় বা সংগীতের চেয়ে নেশা জগতে প্রবেশ করে। পরে অবশ্যই নিজেকে শোধরাতে সংশোধন কেন্দ্রেও গিয়েছেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু এখনও হারানো উচ্চতায় ফিরতে পারেননি।

বঙ্গ সম্মেলনে গান কন্ট্রোল

বারো বছর আগের ডেট্রয়েট বঙ্গ সম্মেলনের কথা। শেষ দিনে সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছি শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠান দেখবো বলে। পর্দা খুলতেই দেখা গেল অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গান শুরু করছেন শ্রেয়া নন, তাঁর সঙ্গের আরেক শিল্পী - অবাঙালি। তখনকার জনপ্রিয় হিন্দি গান দিয়ে তিনি অনুষ্ঠান শুরু করলেন। প্রথম গানটার পরে যেই দ্বিতীয় গানটা সবে শুরু করেছেন, দেখলাম এক কর্মকর্তা সটান মঞ্চে উঠে গেছেন। উত্তেজিত ভাবে তিনি মাইকেই সবার উদ্দেশে বললেন যে এখানে কোনো হিন্দি গান হবে না। শিল্পী মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, অনুষ্ঠান বন্ধ ! ব্যাকস্টেজে শ্রেয়ার ম্যানেজারের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি উদ্যোক্তাদের। সেদিন কিছুক্ষন পরে মিটমাট হলো, শ্রেয়া মঞ্চে উঠে বাংলা এবং হিন্দি অনেক গান গাইলেন, সন্ধ্যাশেষে সবাই খুশি।পিছিয়ে যাচ্ছি - ২০০৪ বাল্টিমোর। তখন শ্রেয়ার বয়েস মাত্র কুড়ি। বাংলার নয়নের মণি ছোট্ট মেয়েটি সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরে প্রথম বঙ্গ সম্মেলনে পরপর বাংলা গান গেয়ে চলেছেন। দর্শকাসনে সবাই মন্ত্র মুগ্ধ। তখন সবে দেবদাস সিনেমা বেরিয়েছে, সবার ন্ট্রে ডোলা রে ডোলা। অনুরোধ আসছে সেই সব হিন্দি গান গাইবার। খুব বিনীত ভাবে শ্রেয়া বললেন যে এটি বঙ্গ সম্মেলন বলে তিনি বাংলা গান গাইবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, কিন্তু সবাই অনুমতি দিলে তিনি অবশ্যই হিন্দি গান গাইবেন। বলা বাহুল্য, সগর্জনে অনুমতি এসেছিলো এবং সেদিনও মাতিয়ে দিয়েছিলেন শ্রেয়া।কৌতূহল হলো বঙ্গ সম্মেলনে বলিউড শিল্পী প্রথম কবে এসেছিলেন এই তথ্য জানার। বসে পড়লাম সম্মেলনের জনক বলে যাঁকে মনে করা হয় নিউ ইয়র্কের সেই প্রবীর রায়ের সঙ্গে। বোস্টন ২০০১ সালে কুমার শানুকে নিয়ে এসেছিলো, প্রবীরদা জানালেন। তারপর শ্রেয়া, অভিজিৎ, শান, বাবুল সুপ্রিয়, বাপ্পি লাহিড়ী সবাই এসেছেন। এঁরা সবাই বলিউড শিল্পী হলেও বাঙালি। (মান্না দে-ও এসেছেন - তিনি অবশ্যই বলিউড-বাংলা এই তকমার উর্ধে)। কিন্তু বাঙালি বলিউড শিল্পী তো হাতে গোনা। তাই আমরা অন্য শিল্পী খুঁজতে লাগলাম - এলেন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অলকা ইয়াগনিক, কেকে, এবার শঙ্কর মহাদেবন। প্রবীরদা এবং ওঁর মতো অনেকে মন থেকে বঙ্গ সম্মেলনে হিন্দি গানের আধিক্য মেনে নিতে পারেন না - কিন্তু উদ্যোক্তা হিসেবে দর্শকদের চাপে পড়ে বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। সম্মেলনে নতুন দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্যে একটা বলিউড কনসার্ট থাকে - ভাষা নির্বিশেষে। কথা বলতে বলতে প্রবীরদার মনে পড়ে গেলো এই বাল্টিমোরেই ২০১১র সম্মেলনের একটি ঘটনা। শ্রীকান্ত আচার্য বাংলা গান গাইছেন অনেকক্ষণ ধরে, সবাই উপভোগ করছেন। এক মাঝবয়েসী দর্শক জোরাজুরি করতে লাগলেন হিন্দি গজল গাওয়ার জন্যে। সুতরাং, বঙ্গ সম্মেলনের ভাষা বিশুদ্ধতা রাখার কোনো উপায় নেই। যে বছর যে শহরে হয় এই সম্মেলন, তাঁরা ঠিক করেন কাকে আনবেন।২০১৬ সালে বঙ্গ সম্মেলন হয় নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে। আয়োজক কালচারাল এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অর্থাৎ সিএবি নিজেরাই। থিম ঠিক হলো "ভাষাকে ভালোবেসে"। সেখানেও কমিটি ঠিক করলো সুনিধি চৌহানকে আনা হবে, জানালেন সিএবির কর্মকর্তা - বঙ্গ সম্মেলনের প্রথম থেকে আছেন যিনি, পূর্ণ ভট্টাচার্য। পূর্ণদার কথায় সেই একই প্রতিধ্বনি - বঙ্গ সম্মেলনে রেজিস্ট্রেশন বাড়ানোর জন্যে বলিউড শিল্পী ও হিন্দি নাচ-গানকে মেনে নিতেই হবে। সুনিধি চৌহান কে বেছে নেবার পর বিতর্ক হয় নি তা নয়, শেষমেশ আয়োজকরা ঠিক করেন যাঁরা সুনিধির অনুষ্ঠান দেখতে চান না, তাঁদের তিরিশ ডলার করে ফেরত দেওয়া হবে। সেরকম দর্শক খুব বেশি পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই ট্রেন্ড আর বদলানো যাবে না, স্বীকারোক্তি পূর্ণ-দার।

দেবীর অকালবোধনে দেব !
প্রকাশ্যে ''সাঁঝবাতি''র ঝলক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: অকালে দুর্গাপুজো করছেন দেব? আর সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন অভিনেতা নিজে! তা হঠাত এখন দুর্গাপুজো? আসলে ''রিয়েল'' লাইফ নয় ''রিল'' লাইফে দুর্গার আরাধনায় মেতেছেন অভিনেতা। ''সাঁঝবাতি'' ছবির শুটিং চলছে। আর দেব সেই ছবির শুটিংয়েই আপাতত ব্যস্ত। লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবির গল্পতে যে অকালেই দুর্গাপুজোর স্বাদ নিতে পারবেন দর্শকরা, তারই ইঙ্গিত দিলেন অভিনেতা দেব।নুসরতের সম্প্রীতি বার্তায় মুগ্ধ ইসকন, মৌলবাদীদের ফতোয়া উড়িয়ে থাকছেন রথযাত্রায়তা কবে মুক্তি পাচ্ছে ''সাঁঝবাতি''? জানালেন স্বয়ং দেবই। চলতি বছরের বড়দিনে সিনেপ্রেমীদের উপহার হিসেবে আসছে ''সাঁঝবাতি''। তাই কেক-পেস্ট্রির সঙ্গে দুর্গাপুজোর আমেজ উপভোগ করাটা যে এক্কেবারে অন্যরকম হবে, তা হলফ করে বলাই যায়। ''সাঁঝবাতি'', এক অন্যরকম সম্পর্কের গল্প। গতে বাঁধা সম্পর্কের গল্পের ছক ভেঙে ''সাঁঝবাতি'' শোনাবে এক নতুন সম্পর্কের রসায়নের গপ্পো। ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দেব এবং পাওলি দাম।''সাঁঝবাতি''-তে কেমন হবে তাঁদের লুক? তাও প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন দেব। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা তাবিজ। পরনে সাদামাটা পাঞ্জাবি। গালে, বুকে হালকা সিঁদুরমাখা দেব। অন্যদিকে, আরেকটি ছবিতে দেব এবং পাওলিকে একসঙ্গে দেখা গেল চপের দোকানের সামনে ভিড় জমাতে। নীল-গোলাপি ছাপ সালোয়ারে পাওলিকে দেখা গেল এক্কেবারে ''ডি-গ্ল্যাম'' লুকে, সাধারণ এক মেয়ের চরিত্রে। দেবের পরনে অতি সাধারণ নীল টি-শার্ট। লোকসভা ভোট চলাকালীনই ''সাঁঝবাতি''-র চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হওয়ায় কথা জানিয়েছিলেন দেব।গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেব এবং পাওলি থাকলেও এছবির গল্প গড়িয়েছে একা থাকা এক প্রবীণ নাগরিককে নিয়ে। আর সেই মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। বয়সকালে তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য একটি মেয়ে রয়েছে। উপরন্তু, বাড়তি দেখাশোনার জন্য আরও একটি ছেলেকে রাখা হয়। ছেলেটি খুব কট্টর। তার নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণা রয়েছে। তার বাইরে যেতে চায় না সে। পরিচালক লীনার ভাষায়, ''যে বয়সে সম্পর্ক গড়ার জায়গা থাকে না, সবটাই ভাঙার খেলা সেখানে নতুন করে কীভাবে তৈরি হয় সম্পর্ক? ''সাঁঝবাতি'' বলবে তারই গল্প। যে কারণে ছবির নামের সঙ্গে শীর্ষক একটু অন্যধরনের- ছকভাঙা সম্পর্কের গল্প।'' বাস্তব ঘটনার মিশেলে তৈরি হয়েছে ছবির প্লট।ময় নেই, সংসদীয় এলাকা দেখাশোনার জন্য ''প্রতিনিধি'' নিয়োগ সানিরউল্লেখ্য, এইপ্রথম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং দেবকে একসঙ্গে একছবিতে দেখা যাবে। যার নেপথ্যে লীনা-শৈবাল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্ক্রিন স্পেস ভাগ করে নিতে পেরে যারপরনাই আপ্লুত এবং উচ্ছ্বসিত দেব। ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে শুটিংয়ের সেই আবেগঘন মুহূর্তের জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন লিলি চক্রবর্তীও। কাস্টিং প্রসঙ্গে পরিচালক শৈবাল জানান, গল্পটা যেহেতু ছকভাঙার তাই কাস্টিংটাও এই ধরনের ছক ভেঙেই করা হয়েছে।'''' নিপাট সাদাসিধে ছেলের চরিত্রে দেখা যাবে দেবকে। দেব এত দিন যে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন, ''সাঁঝবাতি''তে তাঁর চরিত্রটা পুরোপুরি আলাদা। তার ইঙ্গিত মিলল ''সাঁঝবাতি''র সেট থেকে দেবের শেয়ার করা ছবির মধ্যেই।

লাদাখে ছুটি কাটাচ্ছেন সুশান্ত সিং রাজপুত

টিনএজারদের ক্রাশ এবং বলিউডের হার্টথ্রব তিনি। কখনও অঙ্কিতা লোখণ্ডওয়ালা আবার কখনও বা কৃতী শ্যানন।তাঁর নাম জুড়েছে একের পর এক বলিউড সুন্দরীদের সঙ্গে। তিনি সুশান্ত সিংহ রাজপুত।মাস খানেক ধরেই বলি মহলে গুঞ্জন, বঙ্গললনা রিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গেই নাকি নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন সুশান্ত! বিভিন্ন রেস্তোরাঁ বা পার্টিতে একসঙ্গে ''কোয়ালিটি টাইম'' কাটাতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের।যদিও এ বিষয়ে প্রথম থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন দু''জনেই। সম্প্রতি রিয়া এবং সুশান্ত একই সময়ে লাদাখ বেড়াতে যাওয়ার ইনস্টাগ্রাম পোস্ট এই জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে। লাদাখ ভ্রমণের পর পর পোস্টে ভরে গিয়েছে এই দুই লাভ বার্ড এর অ্যাকাউন্ট। যদিও একসঙ্গে দু''জনের কোনও ছবি পোস্ট করেননি রিয়া বা সুশান্ত।তবে মজার বিষয় কী জানেন? রিয়া তাঁর একটি পোস্টে স্থানীয় যে বাচ্চাটিকে নিয়ে ছবি দিয়েছেন, সুশান্তও তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে সেই একই বাচ্চাকে নিয়ে অন্য আরেকটি পোস্ট দিয়েছেন। দুটো আলাদা মানুষের পোস্টে একই সময়ে একই বাচ্চা! নিছকই কাকতালীয় নাকি একসঙ্গেই রয়েছেন তাঁরা! প্রশ্ন জেগেছে বলি-ফ্রিকদের মনে !একই বাচ্চা কে নিয়ে ছবি সুশান্ত এবং রিয়ার২০১২-এ তেলুগু ছবি''তুনেগা তুনেগা''দিয়ে অভিনয়ে হাতেখড়ি হয় রিয়ার। ২০১৩-এ''মেরে ড্যাড কি মারুতি''ছবির মাধ্যমে বলি ডেবিউ করেন তিনি। ২০১৭-এ রিয়া যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে বড় সুযোগ পান। তাদের প্রযোজনায়''ব্যাঙ্ক চোর''ও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। মুকেশ ভট্টের প্রযোজনায়''জলেবি''ছবিতেও অভিনয় করার সময় মুকেশ ভট্টের সঙ্গেও নাম জড়িয়েছিলতাঁর।শুধুই কি ''গুড ফ্রেন্ড''? নাকি বলিউড পেতে চলেছে আরও এক সেলিব্রিটি কাপলকে? উত্তরের আশায় বলিপ্রেমীরা।

বরুণ ধাওয়ান বিয়ে করছেন ছোটবেলার সেই প্রেমিকাকেই

খোঁজখবর ওয়েব ডেস্ক ঃ বলিউডে তারকাদের মধ্যে বেশ প্রিয় জুটি বরুণ ধাওয়ান ও তার প্রেমিকা নাতাশা দালাল। ছোটবেলা থেকেই তাদের বন্ধুত্ব। কলেজ জীবনে এসে সম্পর্কটি রুপ নেয় ভালোবাসায়।সেই সম্পর্ক উপভোগ করছেন তারা দীর্ঘদিন ধরেই। এবার তার পরিণতি হতে যাচ্ছে বিয়ে দিয়ে। জানা গেছে, খুব শিগগিরই বাজবে বরুণের বিয়ের সানাই। গত বছরের নভেম্বর থেকেই বলিপাড়ায় বরুণ ধাওয়ান ও তার ছোটবেলার বন্ধু-প্রেমিকা নাতাশা দালালের বিয়ের গুঞ্জন

উঠে। সে সময় করণ জোহারের ''কফি উইথ করণ'' অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে পেশায় পোশাক ডিজাইনার নাতাশার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন বরুণ। এমনকি ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কথাও জানান।সম্প্রতি বরুণের বাবা পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান সংবাদমাধ্যমে ছেলের বিয়ে নিয়ে মুখ খুলেছেন। সেখানে তিনি জানান, আসছে বছরই বিয়ে করবেন তার ছেলে।তিনি আরও বলেন, ''বরুণ এখন বেশ জনপ্রিয়। তার হাতে অনেক কাজ। তবুও সে বিয়ের কথা ভাবছে এটা পরিবারের জন্য আনন্দের সংবাদ। আমরা বেশ ধুমধাম করেই ছেলের বিয়ে দেবো। সময়মতো সবই জানানো হবে। তবে তার আগে কেউ কোনো বাজে গুজব ছড়াবেন না।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য উন্মোচন

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।
মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।
এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স , জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়।
গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর নং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।
যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে।
উল্লেখ্য, হাজার
হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।
টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।
২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।
চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।
কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?
২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।
কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?
এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?
বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।
আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।
টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?
যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।
ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলি যোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসে করাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।
গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

কেমন আছেন এবং বর্তমানে এখন কি করছেন অভিনেত্রী রিমি সেন?

রিমি সেনের কথা মনে পড়ে? রিমি সেনের পারিবারিক নাম শুভমিত্রা সেন। ১৯৮১ সালে কলকাতায় জন্ম তার। ২০০৩ সালে ''হাঙ্গামা'' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।এরপর ২০০৪ সালে বিগ বাজেট ছবি ''ধুম'', ২০০৫ ''কিউ কি'' ও ''গরম মাশালা'', ২০০৬ ''গোলমাল'' মুক্তি পায় এবং ছবিগুলো বেশ সাড়া ফেলে। মিষ্টি মেয়ে রিমির রূপের জাদুতে মুগ্ধ হন দর্শক। কিন্তু পরবর্তীতে এই অভিনেত্রীর ''জনি গাদ্দার'', ''দে থালি'', ''সঙ্কট সিটি'', ''হর্ন ওকে প্লিজ''ছবিগুলো সাড়া জাগাতে পারেনি।এরপর আর বলিউডে খুঁজে পাওয়া যায়নি রিমিকে। যদিও ২০১৫ সালে ''থ্যাঙ্ক ইউ''ছবির মাধ্যমে বলিউডে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।এরপর অভিনয়ের ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে হাজির হন রিমি। ২০১৭ সালে বিজেপির শীর্ষনেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের উপস্থিতিতে দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন এই অভিনেত্রী।
সে সময় রিমি বলেছিলেন, ''শুধু আমি নয়, সমস্ত ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজে অনুপ্রাণিত। পার্টির যেখানেই প্রয়োজন হবে, আমি যাব। সরকার আমাদের একটি দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা সেটা পূর্ণ করব।''বাঙালি হওয়ায় ফলে রিমিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভা ভোটে লড়ার টিকিট দেবে বিজেপি অনেকেই এমন ধারণা করেছিলেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি।ক্যারিয়ারের শুরুতে মুম্বাই এসে প্রথমে বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে সুযোগ পান রিমি। আমির খানের সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের একটি বিজ্ঞাপনের পরই নজরে আসেন তিনি। তার প্রথম চলচ্চিত্র তেলুগু ''নী থডু কাভালি। আর বলিউডের অভিষেক ছবি ''হাঙ্গামা

এক গ্লাস কমলালেবুর রস সুস্থ রাখবে হৃদযন্ত্রকে

প্রতিদিন এক গ্লাস কমলা লেবুর রস আপনাকে স্ট্রোকের আশঙ্কা থেকে বেশ অনেকটাই সুরক্ষিত রাখতে পারে বলে এক সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গিয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ জার্নাল অফ নিউট্রিশনে। সেখানে দেখানো হয়েছে যারা প্রত্যেকদিন কমলা লেবুর রস খান তাদের ক্ষেত্রে ব্রেনে ক্লটের সমস্যা ২৪ু কম হয়।ডেইলি মেইল''-এর রিপোর্টে প্রকাশিত।যারা নিয়মিত কমলা লেবুর রস খান তাদের মধ্যে ১২ থেকে ১৩ু হার্টের রোগে ভোগার আশঙ্কা কম হয় বলে জানা গিয়েছে। কারণ কমলালেবুর রস আর্টারির ক্ষতিকে আটকাতে পারে।গবেষণাটি দেখিয়েছে যে, চিনি থাকলে সেই কমলা লেবুর রস স্ট্রোক আটকানোর ক্ষেত্রে খুব একটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে না। নেদারল্যান্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক হেলথের গবেষকরা বলেছেন, ''''টাটকা কমলালেবুর রস খাওয়ার সঙ্গে স্ট্রোক আটকানোর একটা ভালো সংযুক্তিকরণ আমাদের চোখে পড়েছে।

বুধবার গান্ধী জয়ন্তি উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত পদ যাত্রা। ছবি- নিজস্ব।

প্লাস্টিক মুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর, মোদীজীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাব আমরা : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): প্লাস্টিক মুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ দূষণমুক্ত ভারত গড়তে মোদীজীর নেতৃত্বে আমরা সকলেই এগিয়ে যাবউ ২ অক্টোবর, বুধবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর দেড়শো-তম জন্মবার্ষিকীতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র দেশব্যপী 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'-র শুভারম্ভ করার পর এমনই বার্তা দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ দিল্লিতে 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'-র শুভারম্ভ করার পর অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনই ব্রিটিশদের মাথা নত করতে বাধ্য করেছিলউ তিনিই গোটা বিশ্বকে সত্য ও অহিংসার পথ দেখিয়েছেনউ' বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের কথায়, 'দেশের কোটি কোটি বিজেপি কর্মীদের আমি বলতে চাই, গান্ধীজীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী আমাদের সকলের জন্য সঙ্কল্পের বছর হওয়া উচিত, দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বছর হওয়া উচিতউ আজ গান্ধী জয়ন্তীর দিন গোটা দেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই মহান ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেউ যিনি শুধুমাত্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথই সুগম করেননি, গোটা বিশ্বকে সত্য ও অহিংসার পথ দেখিয়েছেনউ ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনিই।

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'মহাত্মা গান্ধী এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি শুধুমাত্র দেশই নয় গোটা বিশ্বে ভারতীয় মূল্যবোধকে একটি নতুন পরিচয় দিয়েছেনউ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের মাথা নত করতে বাধ্য করেছিলেন তিনিউ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়শী প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেছেন, 'দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জলশক্তি মন্ত্রক তৈরি করেছেন নরেন্দ্র মোদীউ জল সঞ্চয়, জল সংরক্ষণের বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের কাজ নিজের হাতে নিয়েছেন মোদীজীউ এর ফলস্বরূপ, আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পুকুরে জল রয়েছেউ এবার মোদীজী প্লাস্টিক মুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়েছেনউ এক্ষেত্রে গণআন্দোলন গড়ে তোলা দেশের জনগণ ও বিজেপি কর্মীদেরই দায়িত্বউ প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারকউ তাই প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ গান্ধী জয়ন্তীর দিন প্লাস্টিকের ব্যবহার করবেন নাউ দূষণমুক্ত ভারত গড়তে মোদীজীর নেতৃত্বে আমরা সকলে এগিয়ে যাবউ' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'গান্ধীজীর মূল্যবোধ সম্পর্কে দেশের প্রতিটি জনগণকে অবগত করার জন্য, দেশজুড়ে ২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন বিজেপি কর্মীরাউ স্বদেশ, স্বধর্ম, স্বাভাষা এবং স্বদেশীর মূল্যবোধকে প্রতিটি গ্রাম ও ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবেনউ'

বক্তব্য শেষে এদিন দিল্লির শালিমার বাগে 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রায়' অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বইয়ে (সিওন-কোলিওয়াড়া) 'স্বচ্ছতা অভিযান'-এ অংশ নেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশউ এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

তৃণমূলকে টেক্কা, পুজোর উদ্বোধনে ভালোই সাড়া পাচ্ছেন রাজ্যের বিজেপি নেতারা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): দুর্গা পুজোর ব্যাপারে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবারই কলকাতায় এসে একহাত নিয়ে গিয়েছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। দিল্লি যাওয়ার আগে সোমবার রাতে তিনি দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সল্টলেকের একটি পুজোর উদ্বোধন করেন। এরপর বুধবার বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের বিজেপি নেতৃবৃন্দ দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে যাচ্ছেন। সূত্রের খবর, প্রায় দেড় মাস আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার সাংসদদের নির্দেশ দেন দুর্গাপুজোর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরির। সেই হিসাবে দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুরের নামী ক্লাব 'সঙ্ঘশ্রী'-তে অমিত শাহকে আনতে উদ্যোগী হন সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু। বিষয়টি নিয়ে নানা ভাবে জল ঘোলা হয়। অভিযোগ, তৃণমূল নেতৃত্বের আপত্তিতে উদ্যোক্তারা পিছিয়ে যান।

রাজ্য সভাপতির আজকের পুজোর উদ্বোধন বা উপস্থিতি শুরু হচ্ছে বেলা দুটোয়, শেঠপুর মোড়ে চন্দননগরের ৮৭ বছরের নবগ্রাম সার্বজনীন দুর্গোৎসব দিয়ে। এর পর তিনি যাবেন ভদ্রেশ্বর (ওয়ার্ড ২২) বিশালাক্ষী স্পোর্টিং ক্লাব, চুঁচড়া মহামায়া মহিলা দুর্গাপুজো কমিটি, ব্যান্ডেল মেরি পার্ক সার্বজনীন (৬০ ফুট উঁচু প্রতিমা) দুর্গোৎসবে। সেখানে থাকবেন বেলুড় মঠের মহারাজা। চারটায় পিপুলপতি কদমতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষের পুজোর উদ্বোধনের পর দিলীপবাবুর যাওয়ার কথা বড়বাজার আজাদ হিন্দ ক্লাবে। এর পর তাঁর সূচীতে আছে চুঁচড়ার পাঁচটি পুজো শ্যামবাবু ঘাট পল্লী সাধারণ, কনকশাল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি (৭৫ বছর), বুড়োশিবতলা গড়গড়িপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব (নবারুণ সঙ্ঘ), ৫২ বছরের পুজো ৩ নম্বর গেট সার্বজনীন দুর্গোৎসব (জাগরণী ক্লাব), মিয়ারবের পেয়ারাবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির (উদয় সঙ্ঘ) পুজোয়।

সওয়া দু'টোয় সায়ন্তন বসু উদ্বোধন করবেন জগন্নাথ তিওয়ারি রোডে দমদম শারদীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসবের। পরে পাঁচটায় বাগবাজারে গোপীমোহন দত্ত লেন সাধারণ দুর্গোৎসবের পুজোর। সাতটায় যাবেন হাওড়ার বকুলতলায়। আজ ৪টায় যাদবপুরে সুলেখার মোড়ের পুজোয় বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আসার কথা দলের আর এক রাজ্য সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সঙ্গে থাকার কথা দলের দুই রাজ্য সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ ও তনুজা চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক সেলের আহ্বায়ক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের প্রচার সেলের সপ্তর্ষী চৌধুরী প্রমুখের। সন্ধ্যা ৭টায় রাজুবাবুর যাওয়ার কথা নাটাগড়, কদমতলা, পানিহাটিতে বস্ত্র বিরন অনুষ্ঠানে।

বিহারে বৃষ্টি ও বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ৪২, এখনও জলের তলায় পাটনার পথঘাট

পাটনা, ২ অক্টোবর (হি.স.): বৃষ্টি থামলেও, বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনও উন্নতি হয়নি বিহারেউ বন্যা-কবলিত বিহারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাউ বিহারে বৃষ্টি ও বন্যায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে মোট ৪২ জনেরউ এখনও জলমগ্ন পাটনার পথঘাটউ জলমগ্ন ঘর-বাড়িউ গৃহহীন বহু মানুষউ

দুর্যোগে ব্যবস্থাপনা দফতর (বিহার)-এর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রত্যয় অমিত জানিয়েছেন, 'বিহারের ভাগলপুরে গঙ্গা নদীর জলস্তর বেড়েছেউ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কাহালগাঁওউ ওই স্থানে মোতায়েন রয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর টিমউ ত্রাণ শিবির ও বন্যা-দুর্গতদের জন্য রান্নাঘর তৈরি করা হয়েছেউ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আরও জানিয়েছেন, বৃষ্টি ও বন্যায় বিহারে এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছেউ

বিহারে বন্যা পরিস্থিতির জন্য নীতীশ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন বিহার বিজেপির সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়ালউ মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক পোস্টে সঞ্জয় লিখেছেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে বিহার প্রশাসন।

জন্মবার্ষিকী গান্ধীজী ও শাস্ত্রীর : সংসদে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ গান্ধীজীর পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও ১১৫ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে বুধবারউ সংসদে দেশের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীউ প্রধানমন্ত্রীর ছাড়াও সংসদে গান্ধীজী ও শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা, প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কংগ্রেসের অনর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রমুখ।

বুধবার মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় গোটা দেশজুড়েউ সকালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটারে লেখেন, 'আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় বাপুকে প্রণামউ মানবতার প্রতি তাঁর অবদানে আমরা কৃতজ্ঞউ এই বিশ্বকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধউ এদিন সকালেই রাজঘাটে যান প্রধানমন্ত্রীউ সেখানে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

সেখান থেকে যান বিজয়ঘাটেউ গান্ধীজীর পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও ১১৫ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে বুধবারউ বিজয়ঘাটে গিয়ে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন প্রধানমন্ত্রীউ এরপর তিনি সোজা চলে যান সংসদে।

সেখানেও গান্ধীজী ও শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেনউ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও রাজঘাটে গিয়ে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং কংগ্রেসের অনর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রমুখ

শুক্রবার গান্ধী জয়ন্তি উপলক্ষ্যে গান্ধীঘাটে গান্ধী বেদীতে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ্য। ছবি- নিজস্ব।

গান্ধীজীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী বাপুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য আর কে সিনহার, শুভারম্ভ গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা-র

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীউ জন্মবার্ষিকীতে জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহাউ বুধবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রবীণ বিজেপি নেতা আর কে সিনহা লিখেছেন, '১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে পূজনীয় বাপু মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্যউ আসুন, আমরা সকলে মিলে এই গান্ধী জয়ন্তীতে তাঁর নীতি অনুসরণ করিউ'

দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তলার ডাক দিয়ে সাংসদ আর কে সিনহা টুইটারে আরও লিখেছেন, 'স্বচ্ছতার অঙ্গীকার! খাওয়া-দাওয়া স্বচ্ছ হলেই অস্বাস্থ্যকর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়উ বাপুর স্বপ্ন বাস্তব হোক! জৈব পণ্য ব্যবহার করুনউ জীবনকে বিষমুক্ত করুন!'

গান্ধীজীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এদিন 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'-র শুভারম্ভ করেছেন সাংসদ আর কে সিনহা। বুধবার সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'-র শুভারম্ভ করেছেন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

জন্মবার্ষিকী গান্ধীজী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর : শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদী-সোনিয়া-মনমোহনের

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): ভারত এবং বিশ্বের ইতিহাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শুধুমাত্র এক জন ব্যক্তিই নন, একটি অনুপ্রেরণা। বুধবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের সার্ধশতবার্ষিকীতে দেশে-বিদেশে নানা স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার সকালেই রাজঘাটে গিয়ে বাপুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রমুখ। এছাড়াও গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডাও।

এদিনই দেশের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও জন্মদিন। বিজয় ঘাটে গিয়ে শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ছেলে অনিল শাস্ত্রীও।

হায়দরাবাদে অস্বাভাবিক মৃত্যু ইসরো-র বিজ্ঞানীর, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

হায়দরাবাদ, ২ অক্টোবর (হি.স.): হায়দরাবাদে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র একজন বিজ্ঞানীর। মৃত বিজ্ঞানীর নাম হল-এস আর সুরেশ কুমার। হায়দরাবাদের আমীরপেট এলাকার ঘটনা। বুধবার সকালে আমীরপেট এলাকার বাসভবন থেকেই ইসরো-র বিজ্ঞানী এস আর সুরেশ কুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ওসমানিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

হায়দরাবাদে ইসরো-র বিজ্ঞানীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

হায়দরাবাদ, ২ অক্টোবর (হি.স.): হায়দরাবাদে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র একজন বিজ্ঞানীর। মৃত বিজ্ঞানীর নাম হল-এস আর সুরেশ কুমার। হায়দরাবাদের আমীরপেট এলাকার ঘটনা। বুধবার সকালে আমীরপেট এলাকার বাসভবন থেকেই ইসরো-র বিজ্ঞানী এস আর সুরেশ কুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ওসমানিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হায়দরাবাদ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে (এনআরএসসি) কর্মরত ছিলেন বিজ্ঞানী এস আর সুরেশ কুমার। বুধবার সকালে আমীরপেট এলাকার বাসভবন থেকেই এস আর সুরেশ কুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ওসমানিয়া

প্লাস্টিক মুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : এবার প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার রুখতে তৎপর হল কলকাতা পুরসভা। কেএমসি-র অধীনে সমস্ত বাজারকে বুধবার থেকে গ্রাহকদের প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফ থেকে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুর আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভার অধীনস্ত ৪৭ টি বাজারকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ১৬ বাজারই জামাকাপড় বিক্রির জন্য প্রসিদ্ধ। বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ আমিরউদ্দিন (ববি) জানান, 'আমরা ইতিমধ্যে বিক্রেতাদের ৫০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছি। পাশাপাশি গ্রাহকরা যাতে তাদের নিজস্ব ব্যাগ নিয়ে বাজারে আসে তার অনুরোধ করেছি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে আমরা পুজোর পরেই বাজারে অভিযান শুরু করব। প্রাথমিকভাবে, আমরা কোনও জরিমানার করব না এবং ব্যানার ও পোস্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে সচেতন করব'।

বিগত তিন বছর ধরে কলকাতা পুরসভা মূলত সচেতনতার গড়ে তুলেই মানুষকে প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে শুরু করেছে। রাজ্যে এমন বেশ কিছু পৌরসভা রয়েছে যারা ইতিমধ্যে প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, "আমরা ইতিমধ্যে আদালত এবং

ছয়ের পাতায়

গান্ধীজীর জন্মজয়ন্তীতে পদযাত্রা শুরু সাংসদ আর কে সিনহার শুভারম্ভ 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'-র

আরা (বিহার), ২ অক্টোবর (হি.স.): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলায় পদযাত্রা শুরু করলেন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহাউ মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বুধবার বিহারের পশ্চিম চম্পারণের বেতিয়া থেকে পদযাত্রা শুরু করেন সাংসদ আর কে সিনহাউ ১৯১৭-১৮ সালের মধ্যে পশ্চিম চম্পারনের যে সমস্ত স্থানে গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী, ওই সমস্ত স্থানেই পদযাত্রা করবেন সাংসদ আর কে সিনহাউ প্রবীণ বিজেপি নেতার কথায়, এই পুন্যভূমিই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নতুন দিশা দেখিয়েছিল।

বুধবার সকালে বেতিয়ার প্রসিদ্ধ হাজারীমাল ধর্মশালায় গান্ধীজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়উ মহাত্মা গান্ধীর ছবিতে মাল্যদান করার পর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'-র শুভারম্ভ করেছেন সাংসদ আর কে সিনহাউ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহার বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল, রাজ্য সহ-সভানেত্রী রেণু দেবী, বিধায়ক ভাগীরথী দেবী, প্রকাশ রায়, রাজেশ বর্মা, জেলা সভাপতি গঙ্গা প্রসাদ পাণ্ডে এবং প্রচুর সংখ্যক শহরবাসীউ অনুষ্ঠানের শুরুতে ভোজপুরী লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হয় যে, গান্ধীজীর রামরাজকে নিজ সু-রাজের নীতির দ্বারা স্বার্থক করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, 'গান্ধীজীর মতাদর্শ আজও প্রাসঙ্গিকউ ১০২ বছর আগে চম্পারণে এমন একজন ব্যক্তি এসেছিলেন, যিনি ভোজপুরী অথবা হিন্দিতে কথা বলতে পারতেন নাউ কিন্তু, কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য চম্পারণে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধীউ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে মহাত্মা বানিয়েছে চম্পারণউ চম্পারণ থেকেই সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন গান্ধীজীউ ব্রিটিশদের ভয় সত্ত্বেও গান্ধীজীকে স্বাগত জানাতে চম্পারণ এসেছিলেন জমিদার হাজারীমালজীউ গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত, সত্যাগ্রহ এবং অহিংসার সূত্রপাত হয়েছিল চম্পারণ থেকেই।

সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, 'শিক্ষা, স্বচ্ছতা এবং স্বনির্ভরতার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিকল্পনা করেছিলেন গান্ধীজীউ পদযাত্রাকে গান্ধীজীর রামরাজ এবং মোদীর সু-রাজ নাম দিয়ে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, 'গান্ধীজীর চিন্তাধারার প্রচার-প্রসার এবং নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পদযাত্রা চলাকালীন সম্পর্ক তৈরি করা হবেউ' গান্ধীজীর পাশাপাশি প্রাক্তন

ছয়ের পাতায়

বুধবার রাজধানীতে সিআইটিইউ'র রাজ্য সভাপতি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

অক্ষরধাম মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে গুয়াহাটি রেস্ট ক্যাম্প কালীবাড়ির পূজা মণ্ডপ

গুয়াহাটি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের রাজধানী গুয়াহাটি-সহ সমগ্র রাজ্যে এখন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি যুদ্ধকালীন গতিতে চলছে। মহানগরের রেলনগরী হিসেবে খ্যাত পাণ্ডু-মালিগাঁওয়েও পুজোর প্রস্তুতি তীব্র গতিতে চলছে। প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও পাণ্ডু-মালিগাঁওয়ে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৯০টি মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবছর রেস্ট ক্যাম্প কালীবাড়ির মণ্ডপ আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো হয়। মহানগর ছাড়া রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত থেকে থেকে হাজারো দর্শনার্থী এখানকার পূজা দেখতে আসেন। এ বছর এখানে ৭১-তম দুর্গোৎসব। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছেন কলকাতার শিল্পী অমর পাল। এবারের পুজোর বাজেট ২৭ লক্ষ টাকা। পূজামণ্ডপ দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরের আদলে সাজানো হচ্ছে।

রেস্ট ক্যাম্প কালীবাড়ির দুর্গা পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত রায়চৌধুরী ও সেক্রেটারি তাপস কুমার চৌধুরী জানান, পঞ্চমীর দিন মায়ের আবরণ উন্মোচন করবেন সরকারি কেকে সন্দিকৈ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রফুল্লচন্দ্র গোস্বামী। বর্তমানে এখন মণ্ডপসজ্জার কাজ অন্তিম পর্যায়ে চলছে। এবার মা দুর্গার আগমন ঘটবে ঘোটকে। গমনও ঘোটকে। এর একটু অঁচ থাকবে মণ্ডপে। প্যান্ডেলের আলোকসজ্জাও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। দুর্গা পূজায় সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের গাইডলাইন অনুসরণ করা হবে। এছাড়া, প্রায় ৪৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। তাঁরা জানান, পুজোয় নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক সুরক্ষার দায়িত্বে থাকবেন। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত সাংস্কৃতিক নানা কার্যক্রম হবে। স্থানীয় শিল্পী এবং অনেক বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

প্রতিক্ষার শেষে প্রকাশ্যে দেব-সৌমিত্রর ‘সাঁঝবাতি’

কলকাতা,২ অক্টোবর (হি.স.):এবার একই ফ্রেমে দর্শক দেখবে দুই প্রজন্মকে ঊএই প্রথমবার একই ফ্রেমে শেয়ার করছেন বর্ষীয়ায় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেতা দেবঊলীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নতুন ছবি ‘সাঁঝবাতি’-তে একই সঙ্গে দেখা যাবে এই দুই অভিনেতাকেঊপ্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে মুক্তি পেলো ‘সাঁঝবাতি’-র প্রথম পোস্টার।

সাঁঝবাতি’ মূলত এক নতুন সম্পর্কের গল্প বলবে। ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেব, সৌমিত্র ছাড়াও দেখা যাবে পাওলি দাম,লিলি চক্রবর্তী, সোহিনী সেনগুপ্তকেও।‘মাটি’র পর লীনা ও শৈবালের এটি দ্বিতীয় ছবি। আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে, প্রকৃতই চেনা ছকের বাইরে নতুন বার্তা দেবে ‘সাঁঝবাতি’। চলতি বছরে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের দিনই মুক্তি পাবে ‘সাঁঝবাতি’।

বিঁধলেন মমতা

আটের পাতার পর

শোনা যেত, কিন্তু ভোটের আগে সেই তিনিই রাজনৈতিক স্বার্থে দেশবিরোধী কথা বলছেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ দেশের থেকে বড় হয় না। তাই ভারতমাতার হিতের জন্য এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।”

গান্ধী জয়ন্তী

আটের পাতার পর

সিউড়ি আসেন এবং দাঁড়কার জমিদার তথা তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক অবনীশচন্দ্র রায়ের ডাঙালপাড়ার বাড়িতে আতিথিয়তা গ্রহণ করে রাত্রিবাস করেন।

ইতিহাসবিদ তথা সিউড়ি শহরের ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা সুকুমার সিংহ বলেন-‘অন্ডাল হয়ে ট্রেনে চেপে চিত্তরঞ্জন ট্রাষ্ট্রের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য গান্ধীজী সিউড়িতে এসেছিলেন।তাঁকে সিউড়ি ষ্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তৎকালীন সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান রায়সাহেব কালিকানন্দ মুখার্জি, জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক তথা দাঁড়কার জমিদার অবনীশচন্দ্র রায়,বাতিকারের জমিদার ক্ষিতিশ মিত্র।তিনি আর টি গার্লস স্কুলে মহিলাদের একটি সভায় যোগ দেন।এরপর সিউড়ির ডাঙালপাড়ায় অবনীশচন্দ্র রায়ের বাড়িতে সভা করেন ও এই বাড়িতে রাত্রিবাস করেন।’

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে খুলে গেল সুরুচি সংঘের দ্বার

কলকাতা,২ অক্টোবর (হি.স.):প্রতিক্ষার অবসান ঘটল বলেঊকারণ আর মাত্র দু-দিন পরেই মায়ের বোধনঊতাই আজ বুধবার চতুর্থীর শুভলগ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় উদ্বোধন করলেন সুরুচি সংঘ দুর্গা উৎসব কমিটির পুজো প্যান্ডেল।সুরুচি সংঘের পুজো উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সমাজ স্বামী বিবেকান্দর সমাজ,আমাদের সমাজ রবীন্দ্রনাথের সমাজঊআমদের সমাজে ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবারঊতাই দুর্গা পুজোয় সবাই আনন্দে কাটান’।এই বছর নিয়ে টানা পাঁচবার সুরুচি সংঘের পুজোর থিম সং লিখেছেন মুখ্যামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী মমতার লেখা এবারের গানের বার্তা হলো ‘উৎসব পরস্পরার। উৎসব মেলবন্ধনের। এ আনন্দযাপনে সকলের নিমন্ত্রণ’। এবারের দুর্গা পুজা অভিনব পরিকল্পনা এনেছে সুরুচি সংঘ। এবারে একচালা সনাতনী রূপে রয়েছেন দুর্গা। মণ্ডপ জুড়ে এক লক্ষ তিরিশ হাজার তারের জালের তৈরি মেঘের চাঁদোয়া। জরাজীর্ণ বনেদি বাড়ি, কুঁড়েঘর, অট্টালিকা মিলমিশে সুরুচি সংঘে সকলকে জানানো হচ্ছে নিমন্ত্রণ।

গান্ধীজীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স) : আজ ২ অক্টোবর, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী ঊ বুধবার এই বিশেষ দিনে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঊ এদিন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ফেসবুক পেজে গান্ধীজীর একটি ছবি পোস্ট করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঊ এছাড়াও এদিন টুইটেও শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী ঊ

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, মহাত্মা গান্ধীজীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে জানাই প্রণাম। আজ আমরা মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটি উদযাপন করব। বেলেঘাটায় গান্ধী ভবনের সংস্কার করেছে বাংলার সরকার। সেই ভবনেরও আজ উদ্বোধন হবে। বাংলার সরকার যথাযথ ভাবে গান্ধীজয়ন্তী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হচ্ছে, যা গান্ধীজীকে উৎসর্গ করা হয়েছে।”

প্রাচীন প্রথা মেনে

তিনের পাতার পর

পড়ে।পুজোর খরচের কথা জানাতেগিয়ে মেঘাদ্রী নারায়ন বললেন, যমুনা বাঁধ নামে কয়েকশো একরের একটি সরোবর রয়েছে। পাত্রসায়ের নামেও রয়েছে আরেকটি বাঁধ। পুকুর ও আছে কয়েকটি। সেগুলি থেকে মাছ বাবদ আয় হয় বছরে প্রায় ৩ লাখ টাকা। এছাড়াও কৃষি জমি থেকে দুবার চাষের ফলে লাখ খানেক টাকা বার্ষিক আয় হয়। সেই অর্থ থেকে ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ হয় সিংহবাহিনীর বার্ষিক পুজোতে। সারা বছরেনিত্য পুজার খরচ রয়েছে।পুজোর খরচ চালিয়ে সংসার চালানো দু:সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েচে। বর্তমান বাজার দরের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে বহু স্মৃতি বিজড়িত রাজবাড়ির বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র, হাতির দাঁতের খেলনা, নৌকা, বহু মূল্য রাজমুকুট বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অভাবের তাড়নায় জমি জায়গাও বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। সরকারি অনুদান আসে মাত্র ১৪৮০ টাকা। তাও পুজো পেরিয়ে যাওয়ার তিন চার মাস পরে আসে। এত অভাব তবু রাজবাড়ীর অন্দরমহলে মহালয়ার পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় পুজোর অনুষ্ঠান। ভিয়েন চড়ে রাজপুরোহিতের হাতে। পুজোর উপকরণ, উপাচার, খই, মুড়কি, পিঠেপুলি, মিষ্টি তৈরীর দেখভালে ব্যস্ত থাকেন রাজমাতা। একটি দু”মুখো তরবারি দেবি সিংহ বাহিনীর পায়ের তলায় রাখা আছে। সেই তরবারি স্পর্শ করেই শারদীয়া পুজো শুরু হয়।এটাই রাজবাড়ির রীতি।এখন এই বংশে অতিত বিক্রমের অভাব থাকায় ওই তরবারি স্পর্শ করেন রাজপুরোহিত বা অন্য কোনো বংশের লোকজন। একসময় পুজোর সময় বাঈজী নাচ হত রাজ দরবারের সামনের নাট মন্দিরে। লক্ষ্ণৌ, কলকাতা, সীতারামপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে ডাকসাইটে সুন্দরী নর্তকীরা এখানে আসতেন রাজ কৃপা লাভের আশায়। ১৯৮১ সালেও কলকাতা থেকে সুন্দরী বাঈজীরা এসে আসর মাতিয়েচে রাজ বাড়ীর নাটমন্দির। গ্রামের মালাকার পরিবার যোগান দিত আতশবাজি। সেই আলোর ঝরনা ধারায় স্নান করতেন হাজার হাজার রাজভক্ত মানুষ। কিন্তু সেই আলোর রোশনাই আজ আর নেই।। মালিয়াড়া গ্রামে কয়েক হাজার পরিবারের বসবাস। তবু রাজ ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কারো অর্থ সহায়তা চান না রাজার বংশধরেরা। এখনো এসব বজায় থাকলেও পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে আর তা রক্ষা করা কতখানি সম্ভব তা নিয়ে চিন্তা রাজপরিবারের। গ্রামীণ মানুষের উৎসাহ তবু কম নয় রাজপরিবারকে কেন্দ্র করে। তারাও হাজির হন এই উৎসবের আঙ্গিনায়। সন্ধি পুজোর জন্য অপেক্ষা করেন পার্শবর্তী কয়েকশো গ্রামের পারিবারিক পুজো কর্তারা। কারন রাজবাড়ির কামানের শব্দ কানে এলেই শুরু হয় সন্ধি পুজো। সে কারনে এখনও দুটি কামান রাজবাড়ির ভেতর থেকে বের করা হয় বাইরের রাস মঞ্চের খোলা প্রাঙ্গণে। সন্ধি পুজোর প্রাক মুহুর্তে রাজা প্রথমে বন্দুকে কার্তুজ ভরে ট্রিগার টিপে ফায়ার করেন। তারপর কামানের আওয়াজ করা হয়। কামানের এই শব্দ শুনে দূর-দূরান্তের গ্রাম গুলিতে শুরু হয়ে যায় সন্ধি পুজোর আয়োজন। মেজো রাজা স্নেহাদ্রী নারায়ন চন্দ্রাধূর্য্য জানালেন, তাদের একটি বিশাল বাড়ি কলকাতার কলেজ পাড়ায় বেদখল হয়ে গেছে। অর্থাভাবে সেটি উদ্ধার করা যায় নি।সরকার যদি সেটি উদ্ধার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে অভাব কিছুটা দূর হবে। তাছাড়া যদি কোনো সহৃদয় চিত্র পরিচালক রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে কোনো তথ্যাদি বা কিছুটা তাদের রাজ বংশের আখ্যান মূলক কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত করেন তা হলে তাদের পূর্ব পুরুষদের কীর্তি জনমানসে সান পাবে, তারাও উপকৃত হবেন। কিন্তু তাদের এই আশা পূরন হবে কি? এই আশাতেই রয়েছেন ঘরবাস চন্দ্রাধূর্য্যএর বর্তমান বংশধরেরা।

পুলিশ

পাচের পাতার পর

হায়দরাবাদ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে (এনআরএসসি) কর্মরত ছিলেন বিজ্ঞানী এস আর সুরেশ কুমার। বুধবার সকালে আমীরপেট এলাকার বাসভবন থেকেই এস আর সুরেশ কুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ওসমানিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি আত্মহত্যা, নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই বিজ্ঞানীর তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

‘গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা’-র

পাচের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে বুধবারঊ গান্ধীজী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, ‘পুঁথিগত শিক্ষার অর্থ হল স্কিল ডেভেলপমেন্টঊ গান্ধীজীর রাম রাজই হল মোদীজীর সু-রাজঊ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহার বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়ালওঊ তিনি চম্পারণ এবং বেতিয়ার পুন্যভূমির মহত্ব তুলে ধরেনঊ পদযাত্রায় অংশ নেন প্রচুর সংখ্যক বেতিয়ার নাগরিকবৃন্দ ও বিজেপি নেতা-কর্মীরা

পুরসভার

পাচের পাতার পর

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্দেশের ভিত্তিতে প্লাস্টিকের নীতি সম্পর্কিত খসড়া তৈরি করেছি। প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার সংক্রান্ত আইনে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্যই জরিমানার বিধান রয়েছে। আমরা আগামী বিধানসভা অধিবেশনে এ বিষয়ে একটি বিল উপস্থাপন করব।

স্বপনবাবুর মতে,“নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতাই হল প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল চাবিকাঠি। আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভাগ থেকে বিভিন্ন বরোতে এলাকা পরিচ্ছন্ন করার প্রতিযোগিতা করেছি, যাতে ন্যূনতম প্লাস্টিকের ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে’।

যান্ত্রিক গোলযোগ! কর্ণাটকের জরুরি অবতরণ ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের

মহীশূর, ২ অক্টোবর (হি.স.): যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কর্ণাটকে জরুরি অবতরণ করল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি হেলিকপ্টারঊ সুরক্ষিত রয়েছেন পাইলটঊ বুধবার কর্ণাটকের শ্রীরঙ্গাপাটনার কাছে ফাঁকা জমিতে জরুরি অবতরণ করে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারঊ কী কারণে এই বিপত্তি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার মহীশূরের দাসারা এয়ার শো-এ অংশ নেওয়ার কথা ছিল ওই হেলিকপ্টারেরঊ তার আগেই শ্রীরঙ্গাপাটনার কাছে, ফাঁকা জমিতে জরুরি অবতরণ করে ভারতীয় বায়ুসেনার চপারঊ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ সুরক্ষিত আছেন পাইলটঊ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই এই বিপত্তিঊ এই বিপত্তির কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মুম্বইয়ের উপকণ্ঠে বেলাইন লোকাল ট্রেনের কামরা, বিপর্যস্ত শহরতলির ট্রেন পরিষেবা

মুম্বই, ২ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বইয়ের উপকণ্ঠে লাইনচ্যুত হয়ে গেল লোকাল ট্রেনের কামরাঊ এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, বিপর্যস্ত হয়েছে শহরতলির ট্রেন পরিষেবাঊ বুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কিং সার্কেল এবং মাহিম স্টেশনের মাঝে বেলাইন হয়ে যায় (সিএসএমটি-বান্দ্রা রুট) লোকাল ট্রেনের কামরাঊ রেলাইন থেকে মাটিতে নেমে যায় লোকাল ট্রেনের প্রথম কামরাঊ

এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, রেল দুর্ঘটনার জেরে সিএসএমটি-বান্দ্রা শাখায় বিপর্যস্ত হয় ট্রেন চলাচলঊ দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারাঊ দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর রেললাইন তোলা হয় লাইনচ্যুত কামরাটিকেঊ কী কারণে বেলাইন হল লোকাল ট্রেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

৫০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি নির্মাণ সংস্থা।

দুইটা বছর প্রায় অতিক্রান্ত সেতু নির্মাণের কাজ অর্ধেকটা সম্পন্ন হয়নি কিন্তু সেতু নির্মাণের ট্রামএন্ড কন্ডিশনে রয়েছে দু”বছরের সময়সীমা। বিশেষ করে গত ৩/৪ দিন পূর্বে জাতীয় সড়কের উপর বিকল্প স্টিলের সেতুটির উত্তর দিকের অংশের মাটি অনেকটা সরে গিয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে।তারপর থেকে নির্মাণ সংস্থা অর্থাৎ এমএস শেখর পোদ্দার কনস্ট্রাকশনের কর্মীরা সকল পন্যবাহী লড়ি ও যাত্রীবাহী নাইট সুপার গুলিকে চুরাইবারি থেকে কদমতলা বাইপাস দিয়ে ধর্মনগর হয়ে বাগবাসা জাতীয় সড়কে পাঠিয়ে দিচ্ছে।যেখানে মাত্র ১০ থেকে ১৫ কিমি পথ ছিল সেই জায়গায় নির্মাণ সংস্থার ঢিলেমি কাজের জন্য প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কিমি বাইপাস পথ অতিক্রম করে পুনরায় জাতীয় সড়কে উঠতে হচ্ছে। তাতে যেমন মালিকপক্ষের লোকসান হচ্ছে পাশাপাশি চুরাইবারি বাইপাস কদমতলা ধর্মনগর সড়কটির অবস্থা চরম শোচনীয় হয়ে উঠেছে।তাছাড়া স্থানীয় ও চালকদের অভিযোগ,দিনের বেলা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির লোক থাকে বাইপাসে গাড়ি পাঠানোর জন্য কিন্তু রাত্রেবেলা কোন লোক না থাকাতে বহি রাজ্য থেকে আসা চালকরা না জেনেই স্টিলের ব্রীজ দিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন। তাতে করে যেকোনো মুহূর্তে পণ্যবাহী গাড়ি ও যাত্রীবাহী নাইট সুপার ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ে দুর্ঘটনা সংগঠিত হতে পারে।আর তাতে অনেকের প্রাণ ও যেতে পারে বলেও স্থানীয় জনগণ ও চালকদের দাবি।

এদিকে রাজ্য ও বহি রাজ্য থেকে আসা চালকরা জানান,উনারা দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করার পর জাতীয় সড়কের উপর স্টিল সেতু পারাপার নিয়ে অনেকটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।কেউ কেউ না জানে রাত্রিবেলা এই স্টিলের ব্রিজ দিয়ে পারাপার হচ্ছেন।আবার অনেকে দীর্ঘ ২৫ থেকে ৩০ কিমি পথ পেরিয়ে পুনরায় জাতীয় সড়কের উপর পণ্যবাহী লারি ও যাত্রীবাহী নাইট সুপার নিয়ে উঠছেন।তাতে করে চালক ও যাত্রীদের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।অনেক চালক আবার বলছেন,দীর্ঘ দুই বছর যাবত নির্মাণ সংস্থা এই সেতুটি কচ্ছপ গতিতে নির্মাণ করে যাচ্ছে।কবে এই সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে তা বলা মুশকিল।

অপর দিকে স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর বিকল্প স্টিলের সেতুটির এক পাশের একটা অংশ মাটিতে ফাটল ধরে গিয়েছে।প্রবল বৃষ্টিপাত ও নির্মাণ সংস্থা ব্রীজের নিচের মাটি কিছুটা কাটার ফলেই এই ফাটল দেখা দিয়েছে। আর তাতে পন্যবাহী লড়ি ও যাত্রীবাহী লরি গুলিকে এই ব্রিজ দিয়ে পারাপার করতে না দিয়ে চুরাইবারি বাইপাস কদমতলা ধর্মনগর সড়ক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে নির্মাণ সংস্থা।আর তাতে করে চালক থেকে শুরু করে যাত্রীদের ও মালিকপক্ষের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

স্থানীয় জনগণ আরো অভিযোগ করে বলেন,জাতীয় সড়কের উপর পাকা সেতু নির্মাণে আগরতলার কন্টাকটার শেখর পোদ্দার বরাত পেয়েছেন। আর উনার দ্বারা সেতু নির্মাণের কাজ সম্ভব নয়। যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে বড় কনস্ট্রাকশন কোম্পানির হাতে এই সেতু নির্মাণের কাজ দিত তাহলে এতদিনে জাতীয় সড়কের উপর পাখা সেতু নির্মাণ হয়ে যেত। এরকম দুর্ভোগে পোহাতে হতো না আজ চালক ও যাত্রীদের। স্থানীয়দের আরও বক্তব্য শুধু দুর্ভোগ বললে ভুল হয়,যেকোনো মুহূর্তে রাত্রিবেলা বহি রাজ্য থেকে আসা লরি চালক ও যাত্রীবাহী বাস এই সেতু ভেঙে নদীতে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রানো যেতে পারে অনেকের। তার দায়ভার কে নেবে। এমএস শেকর পোদ্দার নির্মাণ সংস্থা না ন্যাশনাল হাইওয়ে? প্রশ্ন স্থানীয় জনগণের।

পাশাপাশি ন্যাশনাল হাইওয়ের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ সূত্রধরকে এসকল সমস্যা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে উনি বিষয়টুকু হালকাভাবে উড়িয়ে দেন।উনার বক্তব্য দু”একদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সেতু নির্মাণের কাজ নাকি ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব আর কথার মধ্যে যে দিন রাত ফারাক রয়েছে তা হয়তো ইঞ্জিনিয়ার বাবু ভুলে গিয়েছিলেন।

তবে স্থানীয় জনগণ থেকে শুরু করে লরি চালক ও যাত্রীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্ত দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্ত দপ্তর যেন শনিছড়া সংলগ্ন ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বিকল্প স্টিল সেতুর দিকে একটু নজর দেন না হলে যেকোনো মুহূর্তে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সহ রাজ্যে লাইফ লাইন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।প্রানও হারাতে পারেন রাজ্যের বহির রাজ্যের চালক থেকে শুরু করে যাত্রীরা।এখন দেখার বিষয় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্ত দপ্তর শনিছড়া সংলগ্ন ৮ নং জাতীয় সড়কের উপর স্টিলের সেতুর দিকে কতটুকু নজর দেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গুলিতেও সরকার রাজ্য ও রাজ্যবাসীর কল্যাণে কাজ করে যাবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী পোলস্টার ক্লাব, অরুণোদয় সংঘ, মর্ডাণ ক্লাব, ইয়ংস কর্ণার, ভলকান ক্লাব, লালবাহাদুর ক্লাব, ব্ল-লোটাস ক্লাব, শান্তিনিকেতন, শতদল সংঘ, তুষার সংঘ, প্রান্তিক ক্লাব, ভারত তীর্থ ক্লাব সহ শহরের বিভিন্ন ক্লাব পরিদর্শন করেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

থানাধীন শান্তিরবাজার এলাকায়। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার দিনেশ দেববর্মা জানান বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রী সহ ধৃত দুইজনকে বুধবার জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হবে। পূজার মরশুমে এরকম অভিযান জারি থাকবে। জানা যায় আটককৃত বিলিতি মদ গুলি চড়া দামে বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোট : প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির, নাগপুর-দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে লড়বেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ

মুম্বই, ২ অক্টোবর (হি.স.): আসন সমঝোতা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিলঊ অবশেষে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)ঊ এবারের মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিম বিধানসভা আসন থেকে ভোটে লড়বেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশঊ বিজেপির প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী-কোথরুড বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মহারাষ্ট্র বিজেপির প্রধান চন্দ্রকান্ত পাটিলঊ পার্লি বিধানসভা আসন থেকে ভোটে লড়বেন পঙ্কজা মুণ্ডেঊ প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের খুব বেশি দিন আর বাকি নেইঊ আগামী ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে এক দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবেঊ ফলাফল ঘোষণা হবে ২৪ অক্টোবরঊ

কলকাতায় এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, দিনভার ঠাসা কর্মসূচি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতায় এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ‘জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিক সংশোধনী আইন’-জনজাগরণ সভায় মঙ্গলবার বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নিয়ে এই মুহূর্তে যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষজনঊ এমতাবস্থায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সে দিকেই তাঁকিয়ে বঙ্গবাসীঊ

এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিতে চলেছেন রাজারহাট-নিউটাউনের তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধানগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তঊ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অমিত শাহের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেবেন সব্যসাচী দত্তঊ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ‘জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিক সংশোধনী আইন’-জনজাগরণ সভা শেষে সন্ধ্যায় সল্টলেকে দূর্গা পুজোর উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ

হিন্দি স্কুলের প্রাক্তনীদের সামাজিক কর্মসূচী

আগরতলা, ২ অক্টোবর ।। গান্ধী জয়ন্তি উপলক্ষে আগরতলাস্থিত হিন্দি স্কুলের ২০০৭ সালের পাস আউট প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আপনা ঘর এবং নিলজ্যোতি শিশুগৃহের আবাসিকদের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। প্রাক্তনীরা এদিন কিছুটা সময় আপনা ঘর এর আবাসিক মহিলা ও নিলজ্যোতি শিশুগৃহের শিশুদের সাথে ব্যয় করেছেন। তারা ওখানকার আবাসিকদের জন্য চাল, ডাল, আটা, সয়াবিন, হরলিক্স ইত্যাদি বিতরণ করেন। প্রাক্তণীরা আশ্বস্থ করেছেন প্রতি বছর তারা এইদিনে ওইখানে যাবেন এবং আবাসিকদের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষিপত্র সরবরাহ করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলে গান্ধী জন্মজয়ন্তী

আগরতলা, ২ অক্টোবর ।। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলা ভোলানন্দ পল্লিস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বুধবার গান্ধী জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। একই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে হয় আগমনী উৎসব। অনুষ্ঠানে বড়জলা এলাকার দুঃস্থ মা-দের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল ভক্তি বেদান্ত এডুকেশন্যাল এন্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ ট্রাস্ট। এলাকার মোট ৫০ জন দুঃস্থ মহিলাকে পূজার নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। আলোচনা করেছেন স্কুলের অধিকর্তা দীনবন্ধু দাস, প্রশাসক আশীষ কুমার দেবনাথ।

মরনোত্তর

● প্রথম পাতার পর

দেবের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে ছিল। বাপুজির আশীর্বাদধন্য প্রয়াত দেব মানবতার জয়গান সূচিত করার প্রয়াসেই সারা জীবন কাজ করে গেছেন। তিনি ১৯৬৭ সালে রাজধানীর জগৎপুরের ৬৩টি তপশিলী জাতি ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত গৃহহীন পরিবারের বসবাসের জন্য ঠক্কর বাপু কলোনি গড়ে তুলেন। তাঁরই উদ্যোগে আবাসন সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬১টি ভূমিহীন চর্মশিল্পী পরিবারের আবাসস্থল হিসেবে টাউন প্রতাপগড়ে ঋষিদাস পল্লি স্থাপিত হয়।

এছাড়া ১৯৫৬ সালে ভাঙ্গি বা হরিজন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রামনগরের ভাঙ্গি কলোনিতে ক্রেস গঠন তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান। অনাথ বালিকাদের জন্য ১৯৭৬ সালে তিনি জওহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাস গঠন করেন। তাছাড়া পরিবার পরিত্যক্ত কিংবা সমাজচ্যুত বালিকা বা মহিলাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মঙ্গলালোক নারী নিকেতন ও সেবালোক নারী নিকেতন। এই হরিজন দরদি সমাজসেবী ত্রিপুরা হরিজন সেবক সংঘ-এর তদানীন্তন সভাপতি এবং নয়াদিল্লির নিখিল ভারত হরিজন সেবক সংঘ-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংক’ত করেন। ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর তিনি প্রয়াত হন।

চতুর্থীতেই পুজোর মুডে শহরবাসী

কলকাতা,২ অক্টোবর (হি.স.):বুধবার চতুর্থীর দিনই সপ্তমীর আবহ শহরেঊভিড় এড়াতেই চতুর্থী থেকেই ঠাকুর দেখা শুরু শহরবাসীরঊচতুর্থীর দিনই উত্তর থেকে দক্ষিণে উপচে পড়া ভিড়।

উত্তর কলকাতার বাগবাজার সার্বজনীন থেকে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারঊঅন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রীন থেকে ত্রিধারা,দেশপ্রিয় পার্ক সর্বত্রই উপচে পরা ভিড় দর্শনার্থীদেরঊযতই বিকেল বাড়ছে ততই বাড়ছে ভিড়ঊ দর্শনার্থীদের কথায়,সপ্তমী, অষ্টমীর ভিড় এড়াতেই কার্যত চতুর্থী থেকেই ঠাকুর দেখা শুরু শহরবাসীরঊএই প্রসঙ্গে বাগবাজার সার্বজনীনে আসা প্রতিমা সেনের কথায়, ‘প্রতিবার সপ্তমী অষ্টমীতে ঠাকুর দেখতে বেরোই কিন্তু ভিড়ের চোটে ঠিক ভাবে দেখতে পাই নাঊতাই,আজ চতুর্থীর দিনই বেরিয় পরেছি ঠাকুর দেখতেঊ অন্যদিকে,ত্রিধারায় পুজো মন্ডপের আগত প্রদীপ মঙ্গলের কথায়,অষ্টমীর ভিড় এড়াতে এবার চতুর্থীতেই চলে এসেছি ঠাকুর দেখতেঊতবে,চতুর্থীর দিনও বেশ ভিড়েই পড়েছি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

ক্রীড়াঙ্গন

ধোনির অবসর নিয়ে এবার মুখ খুললেন শ্রীলঙ্কার এই ক্রিকেটার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপে মারকাটারি ইনিংস খেলতে পারছেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। চারিদিক থেকে ধেয়ে আসছে সমালোচনা। বিশ্বকাপের পরেই কি অবসর নেবেন? কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে চারিদিকে। যদিও ভারতীয় দল রয়েছে মাহির পাশেই। এবার ধোনির অবসর প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা। তাঁর মতে, আরও এক—দু'বছর খেলে দিতে পারবেন ধোনি। মালিঙ্গা বলেছেন, 'আমি তো মনে করি ধোনির আরও এক কিংবা দু'বছর খেলা উচিত। গত ১০ বছরে বিশ্বের সেরা ফিনিশার ধোনি। ভবিষ্যতে ধোনিকে টপকাতে কেউ পারবে বলে মনে হয় না। তরুণদের গাইড করে। ধোনির মতো অধিনায়ক ছিল বলেই বর্তমানে ভারতীয় দলটা এত ভাল। এই টুর্নামেন্টে যে কোনও দলকে হারাতে পারে ভারত।' বিশ্বকাপে আফগানিস্তান ম্যাচে স্লো ব্যাটিং করেছিলেন ধোনি। ইংল্যান্ড ম্যাচেও সঠিক সময়ে জ্বলে উঠতে পারেননি। বাংলাদেশ ম্যাচে ৩৫ করলেও সমালোচিত হয়েছেন। তারপরেও ধোনির পাশে দাঁড়ালেন মালিঙ্গা।

বিরাট কোহলির অধিনায়কত্ব নিয়েও কথা বলেছেন মালিঙ্গা। তাঁর মতে, 'ভারতীয় দলে এত ভাল ভাল ক্রিকেটার রয়েছে যে অধিনায়ককে বাড়তি কিছু করতে হয় না। একটা দারুণ দল পেয়েছে বিরাট।' এর পরই মালিঙ্গার সংযোজন, 'দলে বুমরা, সামির মতো বোলার রয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গায় বল ফেলে যাচ্ছে। বুমরা তো ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট। দলে দু'জন কোয়ালিটি স্পিনার রয়েছে।' নিজের দল নিয়ে মালিঙ্গার মত, 'দুটো ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়াতেই আমাদের দ্রুত ফিরে যেতে হচ্ছে।'

হারলে আরও বড় লজ্জায় পড়বে পাকিস্তান

সুনীল গাভাসকার: ভারত --- পাকিস্তানের লড়াই পুরনো। তবে পাকিস্তান—বাংলাদেশের লড়াইয়ে অনেক বেশি মশলা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা হয় না, কারণ দু'দেশের প্রচারমাধ্যমই ধরে নেয় বাংলাদেশ পারবে না। অথচ চলতি বিশ্বকাপে এবং গত দু'বছরে বাংলাদেশ যেভাবে খেলছে, তাতে ধারণা বদলাচ্ছে। এক সময় বাংলাদেশের প্লেয়াররা ম্যাচ শুরুর আগে বিপক্ষের ক্রিকেটারদের সই নিত। সেই বাংলাদেশ আর এই বাংলাদেশ এক নয়। এখন বাংলাদেশ শেষ ওভার, শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করে। আগের মতো ক্যাচ পড়লে, কিংবা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে গেলে, ওরা আর ভাবে না সবাই বাংলাদেশকে টার্গেট করেছে। সবাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আসলে এখনকার বাংলাদেশ দল বর্তমান নিয়ে ভাবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে সবচেয়ে ভাল যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা হল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। হ্যাঁ এই লিগে এমন কিছু খারাপ ঘটনা ঘটেছে, যা ভুলে যাওয়াই ভাল। সে তো আইপিএলেও ঘটেছে। কিন্তু বিপিএলের সময় বাংলাদেশের প্লেয়াররা সুযোগ পেয়েছে অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক প্লেয়ারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে সময় কাটানোর। সেই সঙ্গে তাদের মানসিকতা, প্রস্তুতির ধরন, চাপের মুখে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয় এসব সম্পর্কেও আভাস পেয়েছে। এই সব কিছু থেকেই বাংলাদেশের প্লেয়াররা শিক্ষা নিয়েছে। ফলে আগের থেকে ওদের রেজাল্ট ভাল হচ্ছে। বাংলাদেশের প্লেয়াররা এখন বুঝে গেছে, ক্রিকেট মানে শুধু প্রতিভা নয়। মানসিকতাও। আর এই ব্যাপারটা সাকিব আল হাসান আর মুশফিকুর রহিমের থেকে বেশি ভাল করে আর কেউ প্রমাণও করেনি। মুশফিকুর যেমন ভাল উইকেটকিপার, তেমনই আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। চলতি বিশ্বকাপে সাকিব তো ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিক। পাশাপাশি বল হাতেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নিচ্ছে। তবে ফিল্ডিংয়ে এখনও পিছিয়ে বাংলাদেশ। অন্য দলের তুলনায় ওদের দলে এমন অনেক ফিল্ডার আছে, যাদের লুকিয়ে রাখতে পারলে বেঁচে যায় বাংলাদেশ অধিনায়ক। ফিল্ডিংয়ের সমস্যাটা সত্যিই ওদের ভোগাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান জানে ওদের পক্ষে সেমিফাইনালে পৌঁছনো এককথায় অসম্ভব। তবে টুর্নামেন্টের শেষটা ওরা ঠিকভাবে করতে চাইবে। আসলে এই ম্যাচটা ওরা কোনওমতেই হারতে চাইবে না। হারলে আরও বড় লজ্জায় পড়বে। তাই বোঝাই যাচ্ছে, বড় ব্যবধানে বাংলাদেশকে উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে পাকিস্তান। কিন্তু মুশকিল হল বিশ্বরেকর্ড করে যদি ম্যাচটা জেতে, তা হলেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পরাজয় এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রান তাড়া করার ব্যাপারে নিষ্প্রভ মনোভাবই এর জন্য দায়ী। সব অর্থেই শুক্রবার মরা

২০১৯ এর মত টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২০ও হারাতে পারে টিম ইন্ডিয়া

ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী বছর হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এই বিশ্বকাপ আগামী বছর অক্টোবর নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় খেলা হবে। ভারত ২০০৭ এ হওয়া প্রথম বিশ্বকাপকে নিজেদের নামে করেছিল কিন্তু তারপর দল একবারও জয়ী হতে পারেনি। দল এখন থেকেই বিশ্বজয়ী হওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রয়োগ শুরু করে দিয়েছে কিন্তু এটা শুরুতেই ফ্লপ হয়ে গেছে।টিম ম্যানেজমেন্ট এমন প্লেয়িং ইলেভেন তৈরি করতে যায় যার নীচের ক্রম পর্যন্ত ব্যাটিং থাকবে। বোলারও এমন হোক যারা সামান্য ব্যাটিংও করতে পারে। এই কারণে কুলদিপ আর চহেলকে দলের বাইরে রাখা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে এমনটা হয়েছে আর দলকে হারতে হয়েছে। রোহিত শর্মা, শিখর ধবন আর বিরাট কোহলির আউট হওয়ার পর ব্যাটিং সম্পূর্ণ ধসে গিয়েছে। দলে রবীন্দ্র জাদেজা আর ক্রুণাল পাণ্ডিয়া একই রকম খেলোয়াড়। তৃতীয় স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দর সুযোগ পেয়েছেন। এই তিন বোলার দুটি ম্যাচ মিলিয়ে একটাই উইকেট নিতে পেরেছেন। জাদেজা ২০১৭র পর ওয়েস্টইন্ডিজে প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলেছিলেন।এটা প্রথমবার নয় যখন ভারতীয় দল এই রকম ফালতু প্রয়োগ করছে। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাওয়া হার আর বিশ্বকাপ ২০১৯ এর সেমিফাইনালে পাওয়া হারও টিম ম্যানেজমেন্ট আর অধিনায়ক বিরাট কোহলির জেদের কারণে হয়েছে। ভারতীয় দল এমনই প্রয়োগ করতে থাকলে আগামী টি-২০ বিশ্বকাপেও তাদের হারের মুখে পড়তে হতে পারে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০১৭ চলাকালীন অধিনায়ক বিরায় কোহলি আর কোচ অনিল কুম্বলের মধ্যে সবকিছু ঠিক চলছিল না। মিডিয়া রিপোর্টসের কথা মানা হলে তো ফাইনালের আগেই টিম মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে টস জেতার পর প্রথমে ব্যাট করা হবে। যে কোনো দল বড়ো ম্যাচের প্রাহমে ব্যাট করে বোর্ডে বড় রান তুলতে চায় ।বিরাট কোহলি এমনটা করেননি আর টসে তিনি বোলিং করার সিদ্ধান্ত করে নেন। এরপর কি হয়েছে সেটা কারো কাছে লুকোনো নেই। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ৩৩৮ রান করে দেয়। জবাবে ভারতীয় দলের ব্যাটিং ছন্নছাড়া হয়ে যায় আর সম্পূর্ণ দল মাত্র ১৫৮ রানেই অলআউট হয়ে যায়। পাকিস্তান এই ম্যাচ ১৮০ রানের বড়ো ব্যাবধানে জিতে নেয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর যুবরাজ সিংকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয় আর চার নম্বরের সমস্যা শুরু হয়ে যায়। বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত দীনেশ কার্তিক, আম্বাতি রায়ডু, কেএল রাহুল, মনীষ পাণ্ডে, মহেন্দ্র সিং ধোনি, কেদার জাধব, হার্দিক পাণ্ডিয়ার মত খেলোয়াড়দের পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত আম্বাতি রায়ডু এই জায়গায় লাগাতার রান করছিলেন।তা সত্ত্বেও একটি খারাপ সিরিজের পর তাকে বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। চার নম্বরের জন্য নির্বাচিত হন বিজয় শঙ্কর। শঙ্কর তার আগে ভারতের হয়ে একবারও চার নম্বরে ব্যাটিং করেননি। শুরুর ম্যাচে ওপেনিং ব্যাটসম্যান কেএল রাহুল চার নম্বরে ব্যাটিং করেন। রাহুল সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত মাত্র দুটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছিলেন। শিখর ধবনের আহত হওয়ার পর তিনি ওপেনিং ব্যাটিং করেন আর মিডল অর্ডারে প্রথমে বিজয় শঙ্কর আর তারপর ঋষভ পন্থ সুযোগ পান। দুই ব্যাটসম্যান সম্পূর্ণ ফ্লপ থাকেন। সেমিফাইনালে টপ ৩ দ্রুত আউট হওয়ার পর অভিজ্ঞতা হীন ঋষভ পন্থকে সংঘর্ষ করতে দেখা যায়। নীচের দিকে ধোনি জাদেজার সঙ্গে ইনিংস সামলান কিন্তু দল হারে ।বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে যথেষ্ট চাপ থাকে আর এই অবস্থায় অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের প্রথমে ব্যাটিং করার জন্য নামানো হয়। টিম ম্যানেজমেন্ট বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ৭ নম্বরে পাঠায়। হার্দিক পান্ডিয়াও তার আগে ব্যাটিং করতে আসেন আর দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলে আউট হন। বিশ্বকাপে ভারতের হারের সবচেয়ে বড়ো কারণ খারাপ প্রদর্শন নয় বরং প্রয়োজনের বেশি প্রয়োগ ছিল। টিম ম্যানেজমেন্ট সেই প্রয়োগ টি-২০ বিশ্বকাপের শুরু হওয়ার এক বছর আগেই শুরু করে দিয়েছে। টি-২০ ম্যাচে প্রত্যেক দল নিজেদের ভাল বোলারদের সঙ্গে নামতে চায়। তারা বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের রান করা থেকে আটকায় আর ছোটো লক্ষ্যকেও বাঁচিয়ে ফেলে।এর জন্য আইপিএলেরও উদাহরণ দেখা যেতে পারে। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আর চেন্নাই সুপার কিংস সবচেয়ে সফল দল। মুম্বাই চারবার আইপিএল জিতেছে আর এতে দুবার তারা ১৫০ কম স্কোরকে ডিফেন্ড করেছে। চেন্নাই দলও আইপিএলে বেশ কিছু ছোটো লক্ষ্যকে ডিফেন্ড করেছে। অন্যদিকে মজবুত ব্যাটিংওয়ালা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু আর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব প্লে অফেও পৌঁছতে সংঘর্ষ করছে। ভারতীয় দল টি-২০ বিশ্বকাপকে জিততে চায় তো টিম ম্যানেজমেন্টকে এই প্রয়োগ যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করতে হবে আর প্রধান বোলারদের সুযোগ দিতে হবে। বর্তমানের স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার ৪৪টি টি-২০আইতে ৩৩টি উইকেট আর ক্রুণালের ১৬টিতে ১৪টি আর সুন্দরের ১২টি ম্যাচে ১২টি উইকেট রয়েছে। অন্যদিকে কুলদীপ যাদবের ১৮টি ম্যাচে ৩৫টি আর চহেলের ৩১টি ম্যাচে ৪৬টি উইকেট রয়েছে। এতেও পরিস্কার হয়ে যায় যে টিম ম্যানেজমেন্টের কি করা উচিত।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওড়াল বোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভালমতো বিপদে পড়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। মহিলা-ঘটিত কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন কিছুদিন আগেও জাতীয় দলের প্রশাসনিক ম্যানেজার পদে থাকা সুনীল সুব্রহ্মণিয়ম। যদিও সুব্রহ্মণিয়মের এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বোর্ড। যা নিয়ে নয়া জল্পনা শুরু।প্রাক্তন টিম ম্যানেজার জানিয়েছেন, অ্যান্টিগুয়া টেস্ট হয়েছিল অগাস্টের ২২ থেকে ২৬ তারিখ। সেই টেস্টের সময়েই অ্যান্টিগুয়ার টিম হোটেলের এক মহিলা কর্মচারী ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছিলেন। এই নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। যা ক্রিকেট প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যদের ই-মেল করে জানিয়েছিলেন সুব্রহ্মণিয়ম-ই। সেই চিঠিতে সুব্রহ্মণিয়ম সরাসরি অভিযোগ জানিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের সেই সদসের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার পরামর্শ জানিয়েছিলেন।রোহিত টেস্ট একাদশের বাইরে, ভাবতেই খারাপ লাগছে: রাহানেযদিও সুব্রহ্মণিয়মের চিঠি-র পালটা বোর্ডের তরফে বলা হয়, পুরো ঘটনাটাই ভ্রান্তিমূলক পরিচয়ের জন্য ঘটেছিল। সেই ঘটনার সত্যতা মেনে নিয়ে বিসিসিআইয়ের শীর্ষস্থানীয় এক কর্তা বলেছিলেন, ঘটনাটা টিম হোটেলে ঘটেনি। ভুল পরিচয়ের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। পরে অ্যান্টিগুয়া পুলিশের তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। সংবাদসংস্থাকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্তা বলেন, "অভিযোগকারিণী মহিলাকে যখন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যদের ছবি দেখানো হয়, তিনি আলাদা করে সেই সদস্যকে চিহ্নিত করতে পারেননি। পাশাপাশি যে রুম নম্বরের উল্লেখ ছিল, তা-ও কোনও ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা কোনও ব্যক্তির ছিল না।"দৈত অধিনায়কত্বের পক্ষে সওয়াল যুবরাজেরযদিও সুব্রহ্মণিয়ম বলেছেন, "এখনও অভিযুক্ত সদস্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ। হোটেল ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্টিগুয়া পুলিশ, এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে তদন্তে কনফার্ম করা হয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টেরই সদস্য সেই ব্যক্তি।" বোর্ড কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় অবাক সুব্রহ্মণিয়ম পালটা মেলে লিখেছেন, "বোর্ডের নিষ্ক্রিয়তা বিশ্বাসই হচ্ছে না।" যদিও পরে সুব্রহ্মণিয়ম নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে পালটা মেলে বোর্ডকে লিখেছেন, "কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করার অভিপ্রায় নেই। বোর্ড যদি সেই ব্যক্তির সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে থাকে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তা হলে সব ঠিক আছে।"ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময়েই একাধিক কারণে বিতর্কে আসেন টিম ম্যানেজার সুব্রহ্মণিয়ম নিজেই। ক্যারিবিয়ান সফরের পরেই চাকরি যায় তাঁর। বর্তমানে গিরীষ ডোঙ্গরে তাঁর স্থলভিষিক্ত হয়েছেন।

শচীনের ২৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন এক আফগান তরুণ

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শচীন তেন্ডুলকারের ২৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন আফগান তরুণ ইকরাম আলি। বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৮ বছরের তরুণ ইকরাম ৯২ বলে ৮৬ রান করেন। দলকে জেতাতে না পারলেও ভেঙে দিলেন শচীনের রেকর্ড। ১৯৯২ বিশ্বকাপের সময় শচীনের বয়স ছিল ১৮। ওটাই ছিল শচীনের প্রথম বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে শচীন একটি ম্যাচে ৮৪ করেছিলেন। ১৮ বছরের কোনও ক্রিকেটারের সেটাই ছিল বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান। যা বৃহস্পতিবার ভেঙে দিলেন আফগান তরুণ।

আপ্লুত ইকরাম বলেছেন, 'শচীনের মতো কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙতে পেরে ভাল লাগছে। দারুণ খুশি হচ্ছে।' তবে শচীন নন, ইকরামের পছন্দের ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা। ইকরামের মতে, 'সাঙ্গাকারার মতো ব্যাটিং করার চেষ্টা করি। ক্রমাগত স্ট্রাইক বদল করতে পারত সাঙ্গাকারা। প্রয়োজনের সময় বাউন্ডারি মারত। সাঙ্গাকারার এই গুণগুলি নকল করার চেষ্টা করি।' বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি আফগানিস্তান। তবে ইকরামের ইনিংস মন ছুঁয়ে গেছে সবার। তিনি একাই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দলের বাকি ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হওয়ায় দলের তরুণ উইকেটরক্ষকের প্রচেষ্টা জলে গেল।

দু'বছর বিশ্রাম পেলে পরের বিশ্বকাপটাও খেলে দিতে পারি: গেল

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন ক্রিস গেল। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানকে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে গেল রান পাননি। মাত্র ৭ রান করে ফিরে যান। পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি। ম্যাচ শেষে তিনি বললেন, 'এই দলটা বেশ ভাল। সবাই মিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি হয়ত আর কয়েকটা ম্যাচ খেলব। তারপর তরুণদের জায়গা ছেড়ে দেব। এবারের বিশ্বকাপটা ভাল গেল না।' এরপরই মজা করে গেল বললেন, 'এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড যদি আমাকে দু'বছরের বিশ্রাম দেয়। তাহলে পরের বিশ্বকাপেও খেলতে পারি।' এরপরই আসল সত্যিটা বলে দিলেন, 'শেষ বিশ্বকাপটা খেলে ফেললাম।' বিশ্বকাপে ৩৪ ইনিংসে ১১৮৬ রান করেছেন গেল। স্ট্রাইক রেট ৯০.৫৩। গড় ৩৫.৯৩। রয়েছে দুটি শতরান। পাঁচ বিশ্বকাপে মেরেছেন ৪৯ ছয়। সর্বোচ্চ ২১৫। বল হাতে ১৬ উইকেটও নিয়েছেন। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অংশ হতে পেরে আপ্লুত গেল। তবে বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ রয়ে গেছে। গেল বলছিলেন, 'এটা আমার কাছে বিরাট সম্মানের। তবে বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ থেকে যাবে। অবশ্য বিশ্বকাপ উপভোগ করেছি।' ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজটা খেলবেন গেল। বলে গেলেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ এবং একদিনের সিরিজটা খেলব। তারপর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, কানাডিয়ান টি২০ লিগেও অংশ নেব।' ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে তাঁর উত্তরসুরী হিসেবে আন্দ্রে রাসেল, নিকোলাস পুরান, হেটমেয়ারদের নাম করে গেলেন গেল।

বাংলাদেশকে ৩১৬ টার্গেট দিল পাকিস্তান

লন্ডন: প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেও সরফরাজদের মধ্যে ১৯৯২-এর ছায়া দেখছিল পাক সমর্থকরা। লিগে প্রথম ছ"ম্যাচ পর্যন্ত ইমরানের খানে দলের মতো এগোচ্ছিল এবারের পাকিস্তান। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ততই ফিকে হয়েছে সরফরাজদের বিশ্বকাপ ভাগ্য। লিগের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে ৩১৫ রান তোলে পাকিস্তান। অর্থাত সেমিফাইনালে যেতে হলে বাংলাদেশকে ৮ বা তার কম ওভারের মধ্যে অল-আউট করতে হবে পাক বোলারদের।শুক্রবার ক্রিকেট মক্কায় লিগের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামার আগেই সেমিফাইনালের দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু খাতায় কমলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল সরফরাজদের। সেটা নির্ভর করছে নেট রানরেটের জটিল অঙ্কের উপরে। তবে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ম্যাচের টস। কারণ ম্যাচের শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে থাকতে সবার আগে পাকিস্তানের দরকার টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া। টস হারলে (প্রথমে ব্যাটিং না করলে) সরফরাজদের বিশ্বকাপ অভিযান ম্যাচ শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাবে। কারণ রান তাড়া করে ইনিংসের প্রথম ওভারে ম্যাচ জিতলেও নেট রানরেটে নিউজিল্যান্ডকে টপকানো সম্ভব নয় পাকিস্তানের।এই অবস্থায় লর্ডসে মহা গুরুত্বপূর্ণ টস জিতে লাইফলাইন পায় পাকিস্তান। বলাবাহুল্য টস জিতে পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন।পাকিস্তানের সামনে ব্যাটিং ছাড়া উপায় ছিল না।এই অবস্থায় প্রেজেন্টার মাইক আর্থারটন যখন সরফরাজের কাছে জানতে চান তিনি টস জিতে কী করতে ইচ্ছুক, তখন হেসে ফেলেন সরফরাজও। পাক সমর্থকরা আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি মোর্তাজার কথা শুনে। মাশরাফি স্পষ্ট জানান যে, তিনি টস জিতলে প্রথমে ব্যাটিং নিতেন।সরফরাজ বলেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারটা অত্যন্ত হতাশার। না হলে বাকি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। ক্ষীণ একটা সুযোগ রয়েছে। তার জন্য আমার প্রচুর রান করতে হবে। বড় ব্যবধানে জিততে হবে। সেমিফাইনালের দরজা খুলক না খুলুক, আমরা জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে চাই।

নভেম্বরের মাঝেই শুরু আই লিগ! টেলিভিশন সম্প্রচার নিয়ে ধন্দ অব্যাহত

আই লিগ সম্ভবত ১৬ নভেম্বর শুরু হচ্ছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আই লিগ খেলা দলগুলির সম্মতি পাওয়ার পর। আইএসএল শুরু হচ্ছে ২০ অক্টোবর থেকে। ফেডারেশন চাইছে, ১৬ নভেম্বর থেকে আই লিগ শুরু হোক। গতবারের মতো এবারেও ১১টি দল খেলবে। প্রশ্ন হল, আই লিগের ম্যাচ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার হবে? যদি হয়, কোন চ্যানেলে?ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল প্যাটেল জানিয়ে ছিলেন, এবার আই লিগের টিভি সম্প্রচারে পঞ্চাশ শতাংশ খরচ দেবে এফএসডিএল। বাকি পঞ্চাশ শতাংশ খরচ করবে ফেডারেশন ও আই লিগের ক্লাবগুলি। তবে পুরোটাই হয়েছিল মৌখিক। ফেডারেশনের তরফ থেকে ১৬ নভেম্বর আই লিগ শুরুর দিন ধরে পুরো ক্রীড়াসূচি পাঠানো হয়েছে এফএসডিএলের কাছে। সঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছে টিভি সম্প্রচারের বিষয়। এফএসডিএল বিষয়টা জানালেই আই লিগের ক্লাবগুলোর সঙ্গে টিভি সম্প্রচারের খরচ নিয়ে আলোচনা করবে ফেডারেশন। এদিকে মিনার্ভা কর্ণধার রঞ্জিত বাজাজকে কোনও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না বলে ফেডারেশন জানিয়ে দিয়েছে।গত মরশুমে আই লিগের সম্প্রচার করেছিল স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক। টেলিকাস্ট উচ্চমানের হলেও আইএসএলের যে পরিমাণ প্রচার করা হয়েছিল, তার বিন্দুমাত্র করা হয়নি আই লিগে। অথচ, আই লিগের টিআরপি অনেকাংশেই আইএসএলের ম্যাচের টিআরপিকে টেক্কা দিয়েছে। আইএসএলের সব ম্যাচ সম্প্রচার করা হলেও, এবার স্টার স্পোর্টস এবারেও আইএসএল সম্প্রচার করবে। কিন্তু, আই লিগের সব ম্যাচ গতবার দেখানো হয়নি। আই লিগের ক্লাবগুলি এবার স্বাভাবিকভাবেই আগেরবারের তুলনায় ভাল ব্রডকাস্টার চাইছে। যাতে বেশিরভাগ ম্যাচ টিভিতে সম্প্রচার করা যায়। এবছর আরও একবার আইএসএলের সম্প্রচারের স্বত্ব স্টার স্পোর্টসের হাতে। আই লিগ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আপাতত আই লিগের ক্লাব কর্তাদের চিন্তা সেটাই।

গাছ লাগিয়ে গান্ধী জয়ন্তী পালন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স) : মহাত্মা গান্ধীর দেড় শতম জন্মবার্ষিকীতে, বৃক্ষ রোপন করে গান্ধী জয়ন্তী পালন করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর উ বুধবার স্বস্ত্রীক উপস্থিত থেকে রাজভবন কমপ্লেক্সে গাছ লাগান তিনি উ

এদিন রাজভবনের দক্ষিণ লনে আমের গাছ ও রাবার গাছ লাগানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে রাজ্যপাল বলেন, ''মহাত্মা গান্ধীর নীতিগুলি জাতির সীমানার বাইরে। গান্ধীকে আমরা রাজনীতি, অঞ্চল, দেশ বা রাজ্যে সীমার মধ্যে রাখতে পারি না। বৃহত্তর বিশ্বকে প্রভাবিতকারী করেছেন জাতির জনক। আজ সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উ''

এদিন রাষ্ট্রসংঘে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''আমাদের পরিবেশের, শান্তি বা অহিংসার বিষয়ে গান্ধীজীর মহান মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত।'' এদিন বৃক্ষরোপন করে রাজ্যপাল বলেন, ''আমি প্রথম নাগরিক, প্রথম ভৃত্য এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল, যিনি কলকাতায় বৃক্ষরোপন করে গান্ধীজীর জন্ম পালন করছি।''

উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল ফের খুলে যাচ্ছে পুজোর মুখেই

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর আগেই চালু হতে চলেছে উল্টোডাঙা উড়ালপুল। কেএমডিএ নিযুক্ত ব্রিজ অ্যাডভাইসরি কমিটি তেমন প্রস্তাব দিয়েছে। ফলে পঞ্চমীর সন্ধ্যায় অথবা ষষ্ঠির সকাল থেকেই চালু হয়ে যাবে উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল। ৯ জুলাই থেকে বন্ধ ছিল এই সেতু। ফাটল ধরা পড়ার পর থেকে বন্ধ ছিল দুটি লেনই। অবশেষে গত ১১ জুলাই উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুলের বিমানবন্দরমুখী অংশটি খুলে দেওয়ার অনুমতি দেন ইঞ্জিনিয়াররা। কিন্তু ভিআইপি থেকে বাইপাসে আসার লেনটি বন্ধই ছিল। ওই দিন সেতুর স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর লেনটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানান ইঞ্জিনিয়াররা। বন্ধ ছিল উড়ালপুলের বিমানবন্দর থেকে কলকাতাগামী অর্থাৎ বাইপাসমুখী অংশ।

ইঞ্জিনিয়ারদের মতে, শুধুমাত্র পিয়ার ক্যাপে নয়, ফাটল ধরেছিল সেতুর একাধিক অংশে। সেই সব জায়গায় ইস্পাতের স্তম্ভ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পায়ার ক্যাপে ইস্পাতের পাত জড়িয়ে শুরু হয় মেরামতির কাজ। সেই সঙ্গে বাকি অংশের মেরামতিও করা হয়।

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, সেতুটি যত শক্তপোক্ত করে তৈরি করার কথা ছিল ততটা শক্ত করে তৈরি হয়নি। ফলে বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছিল।

বুধবার গান্ধী জয়ন্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

সপ্তমীতে শুধুই হেমন্ত

জয়নগর, ২ অক্টোবর (হি.স.) : তাঁর জন্ম ১৯২০ সালের ১৬ই জুন বারানসীতে মামার বাড়িতে। কিন্তু ছেলেবেলার একটা দীর্ঘ সময় কেটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত বহড়ুর দক্ষিণ পাড়া এলাকায়। এখানেই আদি বাড়ি প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। জন্ম শতবর্ষে তাই শিল্পীর গ্রাম শ্রদ্ধা জানাতে চান তাকে। এবারের দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিনটিকে হেমন্ত দিবস হিসেবে পালিত হবে জয়নগর থানা এলাকা জুড়ে।

জয়নগর থানা এলাকায় মোট ১০৩ টি বারোয়ারি ও ২৫টি বনেদী বাড়ির পুজো রয়েছে। সকল পুজো উদ্যোক্তারাই এবার সপ্তমীতে সারাদিন ধরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বাজাবেন তাদের পুজো মন্ডপে। ঐদিন সকালে শিল্পীর বিভিন্ন গান অনুসারে তৈরি ট্যাবলো নিয়ে শুরু হবে প্রভাতফেরী। এরপর জয়নগরের মুক্তমঞ্চে বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে হেমন্ত জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির।

জয়নগরের বহড়ু হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত এখানেই পড়াশুনা করেন তিনি। পরে কলকাতায় চলে যান পরিবারের সাথে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই পিতৃভূমি আজও আছে বহড়ুতে। জরাজীর্ণ, ভগ্নদশা তার। বর্তমানে মুখোপাধ্যায় পরিবারের কেউই সেভাবে থাকেন না এখানে। তবে দূর সম্পর্কের কিছু আত্মীয়স্বজন আশপাশের এলাকায় থাকেন। তবে কলকাতায় চলে গেলেও এই বহড়ুর সাথে যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল হেমন্তের। এখানে লাইব্রেরী তৈরির জন্য কলকাতায় নামকরা শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে অর্থ সংগ্রহ ও করেছিলেন তিনি। শেষ ১৯৮৯ সালে বহড়ুর শ্যামসুন্দর পাবলিক লাইব্রেরীর অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি। সেবছরই ২৬শে সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় এই শিল্পীর।

একসময় পুজোর গান মানেই ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে পরপর কয়েকটি দশকে হেমন্তই মাতিয়েছেন পুজোর গানে। কিন্তু মাঝখানে ছেদ পড়লেও এবার আবারও এই শরৎ মুখরিত হতে চলেছে হেমন্তের গানে। শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে তাই জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা পুজো কমিটি গুলিকে প্রথম প্রস্তাব দেন সপ্তমীর দিন মণ্ডপে মণ্ডপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বাজানোর। আর সেই প্রস্তাব সকল পুজো উদ্যোক্তারাই মেনে নেন একযোগে। অতনু বাবু বলেন, '' শিল্পীর জন্ম শতবর্ষ জানতে পেরে পুজো উদ্যোক্তাদের সাথে হওয়া বৈঠকে এ বিষয়ে প্রস্তাব দিই। সকলেই সেই প্রস্তাব মেনে নেন''। কোন কোন উদ্যোক্তা এবার সমগ্র পুজোতেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বাজাবার পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়াও মণ্ডপে মণ্ডপে হেমন্তের ছবিতে মাল্যদান, হেমন্তের সাথে সেলফি তোলার জন্য সেফি স্ট্যান্ড সহ আরও বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে। এলাকার পুজো উদ্যোক্তা প্রীতম বৈদ্য বলেন, '' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমাদের এই বহড়ু গ্রামের ছেলে। তিনি সঙ্গীত জগতের জন্য অনেক কিছু করেছেন। তার জন্ম শতবর্ষে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে ভালো লাগছে। আমরা আমাদের মণ্ডপে পুজোর সব কটি দিন যেমন তাঁর গান বাজাবো, তেমনি মণ্ডপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা ও থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য। অন্যদিকে, মঞ্চের একপাশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে সেলফি তোলার জন্য সেলফি স্ট্যান্ড থাকছে। যাদের ছবি আমাদের পছন্দ হবে তাদেরকে পুরস্কৃত ও করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এই প্রবাদ প্রতিম শিল্পী সম্পর্কে আরও জানুক''। আর এই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি শঙ্কর সেন বলেন, '' উনি আমাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। বহড়ুর জন্য অনেক কিছু করেছেন। যখন যে কাজে ওনাকে এখানকার মানুষ ডেকেছেন, তাকে পেয়েছেন। তাই ওনার জন্ম শতবর্ষে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর চেষ্টা করছি''।

ঝাড়গ্রামে বিজেপি-তৃণমূল সংঘষ

ঝাড়্গাম, ২ অক্টোবর (হি: স) : তৃণমূলের বুথ সম্পাদককে মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বেলিয়াবেড়া থানার চর্চিতা অঞ্চলের খড়িকাশোল সংসদের আড়াডাংড়ি বুথ এলাকায়। এই আড়াডাংড়ি বুথের তৃণমূল সম্পাদক কৃষ্টপদ দোলাই এর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছে এবং লাঠি দিয়ে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

বর্তমানে কৃষ্টপদ দোলাই গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বেলিয়াবেড়া থানায় ছয় জন বিজেপির কর্মী,সমর্থকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূলের দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ আড়াডাংড়ি বুথের তৃণমূল সম্পাদক নিজের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছে একটি মোড়ে অতর্কিতে তার উপর হাঁসুয়া,লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণ করে বিজেপির দুষ্কৃতিরা। লাঠি দিয়ে পেটানোর পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কৃষ্টপদ কে মাথায় তীব্র আঘাত করা হয়। এই আঘাতের ফলে তার মাথায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।এই চর্চিতা অঞ্চলটি বার বার বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে পুজার আগে এলাকায় সন্ত্রাস তৈরির অভিযোগ করা হয়েছে।যদিও এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অবনী ঘোষ বলেন '' সংঘর্ষের ঘটনার কোন খবর নেই।'' গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক তৃণমূলের সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন '' এটা নতুন ঘটনা নয়।এলাকা দখল করার জন্য বিজেপি সন্ত্রাসের রাস্তায় হাটছে। এলাকায় সন্ত্রাশের বাতাবরণ তৈরি করছে।আমরা ছয় জনের বিরুদ্ধে বেলিয়াবেড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।রাতে বাড়ি ফেরায় সময় আমাদের বুথ সম্পাদক কৃষ্টপদ দোলাই এর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে বিজেপির সাত আট জন দুষ্কৃতি।বর্তমানে সে তপসিয়া হাসপাতালে ভর্তি আছেন।''

সিউড়ির ডাঙালপাড়ার বাড়িতে আয়োজিত হল গান্ধী জয়ন্তী

সিউড়ি, ২ অক্টোবর (হি.স.) মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি নিয়েই বাঁচতে চান অতনু সেনগুপ্ত। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত সিউড়ির ডাঙালপাড়ার বাড়িতে তাই স্মৃতি ফলক লাগিয়ে,স্মরণিকা প্রকাশ করে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালন করলেন সেই বাড়ির বর্তমান মালিক অতনু সেনগুপ্ত। ১৯২৫ সালের ২২শে জুলাই গান্ধীজী ছয়ের পাতায় দেখুন

ডিমা হাসাওয়ে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মজয়ন্তী

হাফলং (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে সংঙ্গতি রেখে জাতিরজনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় পালন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ সকালে জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে প্রথমে রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে শ্রদ্ধা জানান ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া, পুলিশ সুপার শ্রীজিৎ টি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এর পর শহরের বিভিন্ন স্থানে সাফাই অভিযান চালান জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলাশাসক বলেন, আজ থেকে সমগ্র দেশের সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলায়ও প্লাস্টিক সামগ্রী নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে। কারণ প্লাস্টিক থেকেই মারণব্যাধি রোগের সৃষ্টি হয়। তাই আজ থেকে সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে ডিমা হাসাও জেলায় প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এদিন ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলং ছাড়া মাইবাং, মাহুর, উমরাংসো-সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে সাফাই অভিযানে শামিল হন সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে পুলিশ ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

রামকৃষ্ণনগর ব্লকেও অসম পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের চলছে কর্মবিরতি

করিমগঞ্জ (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : সারা অসম পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সংগতি রেখে করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর ব্লকেও ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীরা তাঁদের চাকরি স্থায়ীকরণ-সহ বিভিন্ন দাবিতে পাঁচ দিনের কর্মবিরতি পালন করছেন। তাঁদের দাবি, চাকরি নিয়মিত করতে হবে, চাকরি নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত কর্মচারীদের সমহারে বেতন, গ্রেড পে ও স্কেল পে দিতে হবে। সরকারের নিয়মিত কর্মচারীদের মতো তাঁদেরও সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীরা অভিযোগ করে বলেন, বিগত দশ বছর থেকে নিষ্ঠা ও দায়িত্ব সহকারে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু সরকার তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তাঁদের পেনশন, হেলথ বেনিফিট ও আইপিএফ কিছুই নেই, সাময়িক বেতন ছাড়া আর কিছুই তাঁদের ভাগ্যে জুটে না, নিয়মিত নয় বলে। ঠিকাভিত্তিক কয়েজন কর্মী চাকরিরত অবস্থায় মারা গেলেও, আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের পরিবার কোনও ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পায়নি। পরিবারের সদস্যরা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটালেও সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে গতকাল থেকে তিন দিন অর্থাৎ ১, ২, ৩ অক্টোবর এবং পরবর্তীতে পরবর্তীতে ১০ এবং ১১ আক্টোবর, মোট পাঁচদিন তাদের কর্মবিরতি (পেনডাউন) চলবে। এর মধ্যে যদি সরকার তাঁদের ন্যায্য দাবি না মানে তা-হলে ১৪ অক্টোবর থেকে তাঁরা অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন, হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মোদী-শাহকে বিঁধলেন মমতা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স) : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, বুধবার মেয়ো রোডে রাজ্য সরকারের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উ এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে একযোগে বিঁধলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।

এদিন গান্ধী স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''গান্ধীজির ভাবমূর্তি দেশকে শান্তি যুগিয়েছে । সম্প্রীতির ভাবধারায় চলতে উদ্বুদ্ধ করে । তাই সেই পথেই হাঁটবে রাজ্য সরকার । শান্তির জন্য লড়াই চলবে উ মহাত্মা গান্ধীর দেখানো পথেই চলব । কারোর কথা শুনব না ।''

এরপরেই নাম না করে অমিত শাহকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ''অনেক নেতাই এসে বড়সড় ভাষণ দেন । উপদেশ শোনা যায় । কিন্তু এ রাজ্যে কারোর উপদেশের দরকার নেই ।'' তাঁর কথায়, ''সবার উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতা থাকে না । তাই সেইসব উপদেশ মেনে চলার দরকারও নেই । নেতা হিসেবে তাদেরই মানা উচিত, যারা নিজেদের ছাপ রেখেছেন জনমানসে । মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত নেতাকে পেয়েছে দেশ । গান্ধীর অহিংস চিন্তাধারা, পরিষ্কার চিন্তাধারা দেশকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছে ।''

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই কলকাতায় আসেন অমিত শাহ উ ওইদিন নেতাজি ইন্ডর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে এনআরসি বিষয়ে মমতার বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি উ বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, ''কয়েকবছর আগেই মমতার মুখে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কথা ছয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতা-শ্রী''- শিরোপার অধিকারী কে,ঘোষণা কাল

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): অপেক্ষার অবসান করে পঞ্চমীতে কলকাতা পুরসভা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করতে চলেছে স্বাস্থ্য বান্ধব শারদ সম্মানের শিরোপাদের নাম। স্বাস্থ্য বান্ধব বিভাগ ছাড়াও ১১টি বিষয়ের ওপর পুরস্কার দেওয়া হবে। মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ ছাড়াও দর্শকের চোখে সেরা পুজো, মেয়রের পছন্দের পুজোও পাবে পুরস্কার।

এবারে ১৩০৯টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সেরা ১২৮টি পুজো তুলে দেওয়ার হবে ''কলকাতাশ্রী''-র পুরস্কার। শহরের ৪৮টি পুজোকে স্বাস্থ্য বান্ধব শারদ সম্মান দেবে কলকাতা পুরসভাউ ডেঙ্গু দমনে প্রচার চালিয়ে পরিবেশ বান্ধব প্যান্ডেল করবে এমন পুজো কমিটিই পাবে এই ধরনের পুরস্কারউ

এই বিষয়ে ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানিয়েছিলেন , ''পুজোর আগে পুজো কমিটিগুলিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে হবেউ এর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেবে কলকাতা পুরসভাউ এরপর পুরসভার স্বাস্থ্য, জঞ্জাল বিভাগের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে দেখবে কতটা প্রচার করেছে পুজো কমিটিগুলোউ'' এই প্রচার চালানোর বিষয়টিও গন্য হবে পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রেউ

স্বাস্থ্য বান্ধব শারদ সম্মান পেতে হলে পুজো কমিটি গুলিকে বেশ কয়েকটি শর্ত মানতে হয়েছে। যার মধ্যে মন্ডপের এলাকায় মশার প্রজনন বিরোধী পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়েছেউ এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করতে হয়েছেউ প্রচারের ভিডিও পেনড্রাইভ ও সিডি আকারে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে জমা দিয়েছেন পুজো কমিটি গুলো। এই শর্ত যে সকল পুজো কমিটি যথাযথ পূরণ করেছে সেই সকল শ্রেষ্ঠ ৪৮টি পুজো কমিটিই পাবে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বান্ধব শারদ সম্মান। ৫০০০ টাকা করে পুরস্কার পাবে সেরা ৪৮টি পুজো কমিটি ।

এছাড়াও ১৬টা বরো থেকে একটি করে বরো চাম্পিয়নরা পাবেন ৩০০০০ টাকা পুরস্কারউ ১৬ টি বরো রানার্সআপরা পাবেন ২০ হাজার টাকা করেউ এছাড়াও থাকবে মেয়রের পছন্দ মত পুজোউ যাঁরা পাবেন ১০ হাজার টাকা পুরস্কারউ মোট ১২৮টি পুজো কমিটিকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

বোনাসের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ

মেদিনীপুর, ২ অক্টোবর (হি.স.) : সুনির্দিষ্ট হারে বোনাসের দাবিতে অবস্থানে বসে পড়ল শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঠিকাকর্মীরা। বুধবার বেলা ১২ টা থেকে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে দেন ওয়ার্ডবয়, হাউস কিপিং, সিকিউরিটি গার্ড থেকে শুরু করে প্রায় দেড়শো জন কর্মী। ওয়ার্ড বয় সুপার ভাইজার বিবেক সাহা বলেছেন, রাজ্যের সবকটি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেই ৮.৩৩ হারে বোনাস হয়েছে। বরাবর তারা তাই পেয়ে এসেছেন।

কিন্তু এবার জিন্দাল গোষ্ঠী হাসপাতালের দায়িত্বভার নেওয়ার পর থেকেই তাদের নিযুক্ত ঠিকাকর্মীর অধীনে চলে গিয়েছেন তারা। তারা তা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু এবছর তাদের বোনাস দেওয়া হচ্ছে ২২৫০ টাকা। যা চূড়ান্ত বঞ্চনার সামিল। এর আগে তারা প্রতীকি বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তাতে সাড়া না পাওয়ায় এবার তারা অবস্থানে বসতে বাধ্য হয়েছেন। বিবেকবাবুরা হুমকি দিয়েছেন যে বরাবরের ন্যায্য ৮.৩৩ হারে বোনাস দেওয়া না হলে তারা লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাবেন। এদিকে শালবনী সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা জিন্দালদের সহযোগী সংস্থা জেএসবির জেনারেল ম্যানেজার সৌমেন মালাকার বলেছেন, কর্মীদের বোনাস সংক্রান্ত কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। শীঘ্রই সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদী তারা।

কোকরাঝাড়ে বমাল গ্রেফতার দুই ড্রাগস কারবারি

কোকরাঝাড় (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : বিটিএডি এলাকার সদর কোকরাঝাড়ে নেশাদ্রব্য সন্দেহজনক হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই নেশা কারবারিকে। ধৃতদের কোকরাঝাড় জেলের গোসাঁইগাঁও মহকুমার গোসাঁগাঁও থানার অন্তর্গত শরাইবিলের মোকাম্বিল গ্রামের বাসিন্দা রঞ্জিত নার্জারির বছর ২৫-এর ছেলে রিনোক নার্জারি কোকরাঝাড় পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত হাবারুবিল গ্রামের বাসিন্দা করুণাকুমার নার্জারির ছেলে মনদীপ নার্জারি (২৪) বলে পরিচয় পেয়েছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে সদর ডিএসপির নেতৃত্বে কোকরাঝাড় পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত গঙ্গাহাল এলাকায় জাতীয় সড়কে তালাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযানে দুই নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে আটক করা হয়। তাদের হেফাজত থেকে ৫৮.৯ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশের অভিযানকারী দল। সূত্র জানিয়েছে, ৪৫টি প্লাস্টিকের কৌটায় ড্রাগসগুলো পুরে পাচার করছিল তারা। এছাড়া তিনটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ৮-টি সিগারেটের গ্যাস লাইটার, ১-টি ফোর্ড ইকো সাপোর্ট এবং অ্যালুমিনিয়াম ফাইলস তাদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর ধারা বলবৎ করে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকাল রাত থেকে তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য তারা উদ্ধার করেছেন বলে জানান জেলা পুলিশের সূত্রটি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।